অন্ত্য-লীলা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্ যদ্ ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্।
জয়জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণবিরহ-বিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণবিরহ-জাতয়া ভ্রান্ত্যা যদ্‌যৎ ভাবচেষ্টাদিকম্। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিভ্রমবশতঃ) মনসা (মনোদ্বারা) বপুষা (দেহদ্বারা) ধিয়া (এবং বুদ্ধিদ্বারা) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ব্যধত্ত (বিধান করিয়াছিলেন) অধুনা (এক্ষণে) তল্লেশঃ (তাহার কিঞ্চিন্মাত্র) কথ্যতে (বলা হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রমহেতু মন, শরীর ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা—কৃষ্ণবিরহ-জনিত বিভ্রমদ্বারা; বিভ্রম-শব্দে এস্থলে দিব্যোন্মাদই সূচিত হইতেছে—"ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে" বলিয়া (উঃ নীঃ স্থা। ১৩৭); ইহা মোহনাখ্য-মহাভাবের একটি বৈচিত্রী। এই বৈচিত্রীর আবেশে ভক্তের আচরণ ভ্রমময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভ্রমময় নহে (৩.১৪.২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); বিভ্রান্তি-শব্দে এইরূপ আচরণের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মাথুর-বিরহে শ্রীরাধা যেরূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফূর্ত্তিতে তদ্রূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৩.১৪.২ শ্লোকের টীকা হইতে জানা যাইবে—এই দিব্যোন্মাদ প্রেমবৈবশ্যেরই ফল; প্রেমবৈবশ্যদ্বারা মুখ্যতঃ মন বা চিত্তই প্রভাবান্বিত হয় এবং মন যখন বিবশতা প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিদ্বারাও তখন সেই বিবশতা প্রকাশ পাইতে থাকে; কারণ, বুদ্ধি মনেরই একটী বৃত্তিবিশেষ; এই বুদ্ধিই আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে এবং বাক্যকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; এইরূপে মনের প্রেমবৈবশ্য অঙ্গাদিদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত হইতে থাকে (৩.১৪.২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্লোকস্থ **মনসা বপুষা ধিয়া** বাক্যে এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু মনের দ্বারা, দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের কিঞ্চিৎ—প্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টার যৎকিঞ্চিৎ এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইতেছে—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

১। **ভক্তগণ-প্রাণ**—ভক্তগণের প্রাণ যিনি; যিনি বা যে শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের প্রাণতুল্য প্রিয়তম। অথবা, ভক্তগণ প্রাণ যাঁহার; ভক্তগণ যাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র।

জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ২
জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৩
প্রভুর বিরহোন্মাদভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহো যদ্যপি হয় ধীর ॥ ৪
বুঝিতে না পারে যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?
সে-ই বুঝে বর্ণে,—চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ ৫
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই-দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥ ৬
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥ ৭
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সঙ্ক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। **চৈতন্যজীবন**—চৈতন্যের জীবনতুল্য ; যিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবন বা প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ। অথবা, চৈতন্যই জীবন যাঁহার ; শ্রীচৈতন্য যাঁহার জীবনসদৃশ—প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ। **গৌর-প্রিয়তম**—গৌরের প্রিয়তম ভক্ত।

৩। **শক্তি দেহ** ইত্যাদি—গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের এবং শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণের বন্দনা করিতেছেন ; আর প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে এরূপ শক্তি দেন, যাহাতে তিনি গৌর-লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শক্তি-প্রার্থনার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪। **বিরহোন্মাদ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদ। **বিরহোন্মাদ-ভাব**—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদের ভাব। **গম্ভীর**—গূঢ়, রহস্যময় ; অপরের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। **যদ্যপি হয় ধীর**—দেহ-দৈহিক-বিষয়ের চিন্তাবশতঃ চিত্তের যে চঞ্চলতা জন্মে, সেই চঞ্চলতা যাঁহার নাই, তিনিও। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদে রাধাভাবে ভাবিত প্রভু যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকল এত রহস্যময় এবং দুর্ব্বোধ যে, কেহই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন, এমন কি দেহ-দৈহিক-বিষয়ের চঞ্চলতাও যাহার চিত্তে স্থান পায় না, এমন মহাধীর ব্যক্তির পক্ষেও তাহা দুর্গম।

৫। যে ভাব বুঝিতেই পারা যায় না, তাহা কিরূপে বর্ণন করিতে পারা যাইবে ? বাস্তবিক যিনি যত উচ্চ অধিকারীই হউন না কেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ কেহই উপলব্ধি করিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহাকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শক্তি দেন, একমাত্র তিনিই ইহা বুঝিতেও পারেন, বর্ণন করিতেও পারেন।

তাই কবিরাজগোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সপরিকর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা-শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। এই পরিচ্ছেদে প্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইবে।

৬। **এই-দুই-কড়চাতে**—স্বরূপদামোদরের কড়চায় এবং রঘুনাথদাসের কড়চায়। **কড়চা**—সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। **এ লীলা**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা। শ্রীল রঘুনাথদাসের স্তবাদিকেই তাহার কড়চা বলা হইয়াছে।

৭। **সে কালে**—যে সময়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকট করেন, সেই সময়ে।

এ দুই—স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথ দাস।

রহে মহাপ্রভুর পাশে—তাঁহারা উভয়েই তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন ; সুতরাং প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা—যাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের কড়চায় যথাযথ লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আর সব কড়চাকর্ত্তা—শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর প্রভৃতি প্রভুর চরিত্র-লেখকগণ তখন নিজ নিজ দেশে ছিলেন ; সুতরাং প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা সম্বন্ধে সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।

৮। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে। **অনুভবি**—প্রভুর মনের ভাব অনুভব করিয়া। **সংক্ষেপে বাহুল্যে**—

স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকা ব্যবহার॥ ৯
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবেতে জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন॥ ১০
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥ ১১
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥ ১২
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করে ইত্যাদি—তাঁহারা তাঁহাদের কড়চায় সংক্ষেপে বহুবিধ লীলা লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা প্রভুর বহু বহু লীলাই কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক লীলাই অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; **অথবা**, সংক্ষেপে—অল্পের মধ্যে, অল্পকথায়। **বাহুল্যে**—বিস্তৃতরূপে। তাঁহারা অতি অল্পকথায় এমন কৌশলের সহিত প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিলেই প্রভুর লীলা সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান জন্মে। **কড়চা গ্রন্থন**—কড়চা রচনা।

৯। **স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা**—স্বরূপদামোদর সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে, প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন (তাঁহার কড়চায়)। **রঘুনাথ বৃত্তিকার**—রঘুনাথদাস ঐ সূত্রের বিবৃতি লিখিয়াছেন; স্বরূপদামোদর যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, রঘুনাথ তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদেও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"চৈতন্য-লীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।" **তার বাহুল্য বর্ণি**—রঘুনাথদাসের বর্ণিত লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করি (পাঁজিটীকা ব্যবহার দ্বারা)। **পাঁজি**—প্রস্তাবনা। **পাঁজি-টীকা ব্যবহার**—ঐ সমস্ত লীলার প্রস্তাবনা ও টীকা করিয়া বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

১০। **তাতে**—সেই হেতু।

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—"এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্ণিত হইতেছে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাহা দর্শনের সৌভাগ্য যদিও আমার হয় নাই, তথাপি ইহার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, যে সময়ে প্রভু এই দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকটিত করেন, সেই সময়ে স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা সমস্তই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কড়চায় যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং স্বয়ং রঘুনাথদাস নিজমুখে প্রভুর লীলা সম্বন্ধে আমার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমিও তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং আমার বর্ণনায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।"

ভাবের বর্ণন—প্রভুর দিব্যোন্মাদের বর্ণন। **হইবে ভাবেতে জ্ঞান**—বিশ্বাস করিয়া এই লীলা শ্রবণ করিলে ভাবের স্বরূপ জানিতে পারিবে।

পরবর্ত্তী কয় পয়ারে গ্রন্থকার দিব্যোন্মাদের প্রস্তাবনা (পঞ্জী) করিতেছেন।

১১। **গোপীর**—শ্রীরাধার। **দশা**—চিন্তা-জাগর্য্যাদি দশ দশা। **প্রভুর**—শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত-চিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর।

১২। **উদ্ধবদর্শনে**—শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন মথুরা হইতে ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া। **যৈছে**—যেরূপ; চিত্রজল্পাদি ভাবে যেরূপে। **রাধার বিলাপ**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৭শ অধ্যায়ে "মধুপ কিতব-বন্ধো', প্রভৃতি ভ্রমর-গীতোক্ত দশটী শ্লোকে শ্রীরাধার বিলাপ বর্ণিত আছে। **উন্মাদ বিলাপ**—দিব্যোন্মাদ-জনিত চিত্রজল্পাদি।

১৩। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু সর্ব্বদাই নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভু শ্রীরাধার ন্যায় বিলাপ করিয়াছেন।

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ ১৪

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব-
প্রকরণে (১৩৭)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কামপি নির্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪। দিব্যোন্মাদের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ আসিয়া পড়ে; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। **অধিরূঢ়-ভাব**—২।২৩।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দিব্যোন্মাদ**—পরবর্ত্তী "এতস্য মোহনাখ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রলাপ**—২।২।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২। অন্বয়। কাম্ অপি (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) গতিং (বৃত্তি—বৈচিত্রী) উপেয়ুষঃ (প্রাপ্ত) এতস্য (এই) মোহনাখ্যস্য (মোহন-নামক ভাবের) ভ্রমাভা (ভ্রমাভা—ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান) কাপি (কোনও এক অদ্ভুত) বৈচিত্রী (বৈচিত্রীই) দিব্যোন্মাদঃ (দিব্যোন্মাদ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)। উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ (উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প-প্রভৃতি) বহবঃ (অনেক) তদ্ভেদাঃ (তাহার—দিব্যোন্মাদের—ভেদ) মতাঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। কোনও এক অনির্ব্বচনীয়-বৃত্তিপ্রাপ্ত মোহন-নামক ভাবের ভ্রমাভা অদ্ভুত বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক রকমের ভেদ আছে। ২

মোহনাখ্যস্য—মোহন নামক ভাবের; ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকায় মোহনের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **ভ্রমাভা**—ভ্রমের ন্যায় আভা আছে যাহার; আপাতঃদৃষ্টিতে যাহাকে ভ্রম বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ যাহা ভ্রম নহে, তাহাকেই ভ্রমাভা বলে। **দিব্যোন্মাদ, উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প**—২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দিব্যোন্মাদ প্রাকৃত উন্মাদ-রোগ নহে। প্রাকৃত উন্মাদ-রোগ মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল; মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে বলিয়া প্রাকৃত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কোনও বিষয়ে চিত্তবৃত্তি-নিবেশের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু দিব্যোন্মাদ এরূপ নহে। দিব্যোন্মাদ প্রেমের গাঢ়তার ফল; প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ প্রিয়-বিরহে প্রিয়-সম্বন্ধীয় কোনও একটি বিষয়ে চিত্তের নিবিড় আবেশ জন্মে; এই নিবিড় আবেশের ফলে সেই বিষয়েই সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়। সমস্ত চিত্তবৃত্তি একটী মাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া অন্য বিষয়ে তাহাদের কোনও অনুসন্ধানই থাকে না। প্রাকৃত উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না; তাহার কারণ এই যে, কোনও বিষয়ে অনুসন্ধানের শক্তিই তাহার নষ্ট হইয়া যায়। দিব্যোন্মাদে অনুসন্ধানের শক্তি নষ্ট হয় না; সমস্ত অনুসন্ধান-শক্তি একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া, অপর বিষয়ে এই শক্তির প্রয়োগ থাকে না। যে বিষয়ে এই অনুসন্ধান-শক্তির প্রয়োগ থাকে না, সেই বিষয়-সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ ভ্রমময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; বাস্তবিক ইহা ভ্রম নহে; কারণ, ভ্রম মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র। তাই ঐ বিষয়-সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণকে ভ্রম না বলিয়া "ভ্রমাভা" (যাহা ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক ভ্রম নহে, তাহা) বলা হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদে, যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ থাকে না, চিত্তবৃত্তির বাস্তবিক বিবশতা না জন্মিলেও দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তির সেই বিষয়-সম্বন্ধীয় আচরণ যেন চিত্ত-বৃত্তির বিবশতার ফল বলিয়াই মনে হয়। এই তথাকথিত বৈবশ্যকে প্রেম-বৈবশ্য বলা যাইতে পারে। এই মানসিক প্রেম-বৈবশ্যের অভিব্যক্তি দুই রকমে হইতে পারে—কায়িকী ও বাচনিকী। এই প্রেম-বৈবশ্যের কায়িক বিকাশকেই বলে উদ্ঘূর্ণা, আর বাচনিক বিকাশকে বলে চিত্রজল্প। শ্রীকৃষ্ণ

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন ॥ ১৫
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥ ১৬
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যখন মথুরায়, তখন পূর্ব্বকথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন নিকুঞ্জাভিসারের কথা শ্রীরাধার মনে হইল। তখন এই নিকুঞ্জাভিসারে তাঁহার চিত্তবৃত্তি এমন গাঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে নাই, সেই বিষয়েই তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না (প্রেম-বৈবশ্য)। অভিসারের ভাবে তন্ময় হইয়া তিনি নিকুঞ্জে অভিসার করিলেন, নিকুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্প-শয্যাদি রচনা করিলেন। প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ শ্রীরাধার এই যে কায়িকী চেষ্টা, ইহাই উদ্‌ঘূর্ণার একটী উদাহরণ। আবার শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন ব্রজগোপীদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত-বিষয়ে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে একটী ভ্রমর তখন উড়িয়া যাইতেছিল, তিনি সেই ভ্রমরকেও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেরিত দূত বলিয়া মনে করিলেন—বাক্‌শক্তিহীন, বিচারবুদ্ধি-হীন একটী ভ্রমর যে কোনও দৌত্য-কার্য্যের যোগ্য হইতে পারে না, সেই বিষয়েই তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না। ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া মনের আবেগে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অনেক ভাব-বৈচিত্রী-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রেম-বৈবশ্যের এই যে বাচনিক বিকাশ, ইহাই চিত্রজল্পের একটী দৃষ্টান্ত। কথায় প্রকাশিত ভাবের বৈচিত্রীভেদে এই চিত্রজল্প আবার প্রজল্প, পরিজল্প প্রভৃতি দশ ভাগে বিভক্ত।

১৫। মহাপ্রভু স্বপ্নে একদিন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন; তাহাই এই কয় পয়ারে বর্ণন করিতেছেন।

১৬-১৭। স্বপ্নে তিনি কি দেখিলেন, তাহা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু স্বপ্নে দেখিলেন, গোপীগণ মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ঐ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরূপ; সুতরাং শ্রীরাধার ভাবেই তিনি সর্ব্বদা বিভাবিত; কিন্তু এস্থলে তিনি দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণ গোপীগণের মণ্ডলী-মধ্যে নৃত্য করিতেছেন; ইহাতে বুঝা যায়, রাস-লীলার স্বপ্নদর্শন-সময়ে প্রভু নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করেন নাই, সুতরাং ঐ সময়ে তিনি যেন রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত ছিলেন না। যদি তিনি নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু প্রভু এস্থলে যেন দর্শকরূপে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছেন। ইহার হেতু কি?

সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের স্বভাবই হইল শ্রীরাধার ভাব। প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজেই ললিতাদি-সখীরূপে স্বীয় কায়ব্যূহ প্রকট করিয়াছেন। "আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ১।৪।৬৮-৬৯॥" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা-স্বরূপ; ললিতাদি সখীগণ এই লতার শাখা, পুষ্প ও পত্র-সদৃশ। "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্পপাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শাখা-পত্র-পুষ্প লইয়াই যেমন লতার পূর্ণতা, তদ্রূপ সখী-মঞ্জরী-আদির ভাব লইয়াই শ্রীরাধার ভাবের পূর্ণতা—শ্রীরাধা স্বয়ংরূপে যেমন এক স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেছেন, আবার সখী-মঞ্জরী-আদি বহু স্বরূপেও রসিকশেখরের প্রীতি-বিধান করিতেছেন। সুতরাং সখী-মঞ্জরী-আদির ভাবও শ্রীরাধার ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। শ্রীরাধা যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও ঠিক সেই সেই ভাবে তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের সেবা করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রয়াসী। সুতরাং শ্রীরাধাভাবের মধ্যে যেমন শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের ভাব

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ' এই জ্ঞান হৈলা॥ ১৮
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা॥১৯
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ২০
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখেলাখে॥ ২১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং সখী-মঞ্জরী-আদির ভাব অন্তর্ভুক্ত আছে, তদ্রূপ রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মধ্যেও স্বয়ংরূপ শ্রীরাধার ভাব এবং সখী-মঞ্জরী-আদির ভাব বিদ্যমান আছে। তাই, প্রভু কখনও শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের ভাবে, আবার কখনও বা শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সখী-মঞ্জরী-আদির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার ব্রজ-লীলার আস্বাদন করিয়া থাকেন। রাসলীলার স্বপ্নে প্রভু মঞ্জরী-ভাবেই আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীরাধা ও সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলা করিতেছেন, সেবা-পরা মঞ্জরীরূপে তিনি দূরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন।

আর একভাবেও এই বিষয়টী বিবেচনা করা যায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিষয়-জাতীয় সুখই আস্বাদন করিয়াছেন, আশ্রয়-জাতীয়-সুখ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা; অর্থাৎ, প্রিয়-ভক্তের সেবা গ্রহণ করাতে যে সুখ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি ব্রজে আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে প্রিয়ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, তাহা তিনি আস্বাদন করেন নাই—তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা। এক্ষণে, ব্রজে স্বয়ং শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, সখীগণ সেবা করিয়াছেন, মঞ্জরীগণও করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই সেবা-সুখের বৈচিত্রী উপভোগ করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল বৈচিত্রীময় সেবা-সুখ পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীরাধারূপে, সখীরূপে এবং মঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা প্রয়োজন। তাই সেবা সুখ (আশ্রয়-জাতীয় সুখ) আস্বাদনপ্রয়াসী শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কখনও বা সখীর ভাবে, আবার কখনও বা মঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট হইতেন।

অন্য গোপীভাবে প্রভুর বৈশিষ্ট্য। প্রভু যখন শ্রীরাধাব্যতীত অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট হন, তখনও অন্য গোপী হইতে প্রভুর ভাবের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটী এইরূপ। অন্য গোপীদের মধ্যে থাকে মহাভাব; কিন্তু প্রভুর মধ্যে থাকে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব (যাহা শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপীতেই নাই); যেহেতু, মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণই হইলেন প্রভু। সুতরাং অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট অবস্থাতেও তিনি শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন এবং তজ্জনিত পূর্ণতম আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। শ্রীরাধার সঙ্গে বিলসিত শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপের আস্বাদন প্রভুর পক্ষে এইভাবেই সম্ভব।

১৮। **সেই রসে আবিষ্ট হইলা**—মঞ্জরী-ভাবে রাস-রসে আবিষ্ট হইলেন।

১৯। **প্রভুর বিলম্ব দেখি**—নিদ্রা হইতে জাগরণের বিলম্ব দেখিয়া। **স্বপ্ন জ্ঞান হৈল**—স্বপ্নেই রাস-লীলা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল; নিদ্রাবস্থায় মনে করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াই সাক্ষাদ্‌ভাবে রাস-লীলা দর্শন করিতেছেন। **দুঃখী হৈলা**—রাস-লীলা দর্শনে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া দুঃখী হইলেন।

২০। **দেহাভ্যাসে**—দেহের অভ্যাসবশতঃ। জাগ্রত হইলেও প্রভুর মন স্বপ্নদৃষ্ট রাস-লীলার ভাবেই আবিষ্ট ছিল; তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যস্মৃতি না হওয়ায় দৈহিক নিত্যকৃত্যাদির প্রতি তাঁহার অনুসন্ধান ছিল না; তথাপি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ কেবল যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিলেন; এবং দর্শনের সময়ে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন।

কালে—সময়ে, দর্শনের যোগ্য সময়ে।

২১। **যাবৎকাল**—যতক্ষণ পর্য্যন্ত; যে সময়ে। **গরুড়ের পাছে**—গরুড়-স্তম্ভের পাছে। শ্রীজগন্নাথের

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিয়া ॥ ২২

দেখি গোবিন্দ অস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নাম্বাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা— ।২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্মুখস্থ জগমোহন-নামক নাটমন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্তে গরুড়-স্তম্ভ নামে একটী স্তম্ভ আছে; প্রভু এই গরুড়-স্তম্ভের পাছে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। **প্রভুর আগে**—প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। **লাখে লাখে**—বহু, অসংখ্য।

২২। **উড়িয়া এক স্ত্রী**—উড়িষ্যাদেশীয়া কোনও একজন স্ত্রীলোক।

ভিড়ে দর্শন না পাইয়া—জগমোহনে তখন এত লোক দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিল যে, সকলের সঙ্গে সমান ভাবে দাঁড়াইলে সেই স্ত্রীলোকটীর পক্ষে শ্রীজগন্নাথ দর্শন সম্ভব হইত না; লোকের মাথার আড়ালে জগন্নাথ-দর্শন ঘটিত না। অথচ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত বলবতী উৎকণ্ঠা; তাই স্ত্রীলোকটী গরুড়-স্তম্ভে আরোহণ করিয়া প্রভুর স্কন্ধে এক পা রাখিয়া (এইরূপে নিজের মাথা উচ্চা করিয়া) মনের সুখে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে দর্শনের উৎকণ্ঠায় এবং পরে দর্শনানন্দে, ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকটী এতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যে প্রভুর স্কন্ধে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই তিনি জানিতে পারেন নাই। "জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে। মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ৩।১৪।২৭ ॥"

২৩। **দেখি**—স্ত্রীলোকটী প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়াছেন দেখিয়া। **গোবিন্দ**—প্রভুর সেবক ও সহচর গোবিন্দ। **অস্তে ব্যস্তে**—তাড়াতাড়ি, সন্ত্রস্তভাবে। **স্ত্রীকে বর্জ্জিলা**—প্রভুর কাঁধে পা রাখিতে স্ত্রীলোকটীকে নিষেধ করিলেন। **তারে নাম্বাইতে** ইত্যাদি—স্ত্রীলোকটী মনের সুখে যেমন দর্শন করিতেছিলেন, তেমনই দর্শন করুন; প্রভুর কাঁধ হইতে নামাইয়া তাঁহার দর্শনানন্দ যেন নষ্ট করা না হয়, এজন্য প্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন।

অন্ত্যের ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইয়াছি যে, গীতগোবিন্দের একটী গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহ্যজ্ঞানহীন-অবস্থায় প্রভু যখন ধাবিত হইতেছিলেন, তখন, স্ত্রীলোক-দেবদাসী গান করিতেছে বলিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন; তখন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল এবং গোবিন্দকে প্রভু বলিলেন—"গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রীস্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৩।১৩।৮৪॥"

কিন্তু এই পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, একটী স্ত্রীলোক প্রভুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছে, প্রভু তাহাকে নিষেধ করিতেছেন না; গোবিন্দ তাহাকে নামাইতে গেলেও প্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি?

ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—দেবদাসীর গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রভু যখন ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না—স্ত্রীলোক দেবদাসীই যে ঐ গান করিতেছিল, আর তিনিও যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক সন্ন্যাসী—এই স্মৃতিই তখন প্রভুর ছিল না। প্রেমের আবেশে প্রভু ছুটিয়াছেন—যেন প্রেমই প্রবল আকর্ষণে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল; পথে সিজের কাঁটার উপর দিয়াই প্রভু চলিলেন, প্রভুর অঙ্গে কত কাঁটা ফুটিতে লাগিল, কিন্তু প্রভু তাহার কিছুই টের পান নাই। গোবিন্দ যখন তাঁহাকে ধরিলেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক সন্ন্যাসী, আর যে কীর্ত্তন করিতেছে, সে একজন স্ত্রীলোক। তাই সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া প্রভু বলিলেন "স্ত্রী-স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৩।১৩।৮৪॥"

কিন্তু যেদিন উড়িয়া-স্ত্রীলোক প্রভুর কাঁধে চড়িয়াছিল, প্রভুর সেই দিনের অবস্থা অন্যরূপ। পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রভু রাস-লীলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; "দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ, এই জ্ঞান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হৈলা॥" গোপীভাবে প্রভু স্বপ্নে রাস-লীলা দেখিতেছিলেন, গোবিন্দ যখন প্রভুকে জাগাইলেন, তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই; ঐ আবেশ লইয়াই কেবল অভ্যাসবশতঃ প্রভু নিত্যকৃত্যাদি সমাধা করিলেন। "দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥" প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তখনও প্রভুর প্রেমাবেশ ছুটে নাই, পূর্ব্ব-রাত্রির আবেশ তখনও প্রভুর ছিল; পূর্ব্ব-রাত্রিতে গোপীভাবে তিনি রাস-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর মদনমোহন মুরলীবদনরূপে দেখিয়াছিলেন, ঐ আবেশের বশে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে আসিয়াও তাহাই দেখিলেন; জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহের প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়াও প্রভু জগন্নাথকে দেখিতে পান নাই—তিনি "জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ ৩।১৪।২৯॥" আর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু চারিদিকের কোনও বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান নাই, সর্ব্বত্রই তিনি ঐ শ্যামসুন্দর-মুরলীবদনই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এইরূপই লিখিত আছে:—"পূর্ব্বে যখন আসি কৈল জগন্নাথ-দরশন। জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন। যাহাঁ-তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ ৩।১৪।২৯-৩০॥" এইরূপই যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখনই উড়িয়া-স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্কন্ধারোহণ করেন; সুতরাং তাঁহার স্কন্ধারোহণের কথা প্রভু কিছুই জানিতে পারেন নাই; তাই প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন নাই, নিজেও তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করেন নাই।

তারপর, গোবিন্দ যখন স্ত্রীলোকটীকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল, তখনই প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্য হইল, স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইলেন;—"এবে স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। ৩.১৪.৩১॥" কিন্তু তখনও প্রভু এরূপ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাহাতে তাঁহার আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে, একটী কথা এখানে স্মরণ করিতে হইবে; গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্ণন করিতেছেন; স্বপ্নে রাস-লীলা দর্শনের সময় হইতেই প্রভুর চিত্তবৃত্তি মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণে সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; জাগরণের পরেও চিত্তবৃত্তির এই কেন্দ্রীভূত অবস্থা ছিল; তাই প্রভু জগন্নাথেও ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেখিয়াছিলেন, "যাহাঁ তাহাঁ সর্ব্বত্রই মুরলীবদন" দেখিয়াছিলেন (ইহা উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ)। উড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে সরাইবার নিমিত্ত গোবিন্দের চেষ্টায় প্রভুর চিত্ত-বৃত্তির এই কেন্দ্রীভূততা একটু তরল হইল—স্ত্রীলোকটীর মূর্ত্তির প্রতি প্রভুর কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান জন্মিল; তাই প্রভু স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন; কিন্তু তখনও প্রভুর চিত্তবৃত্তির কেন্দ্রীভূততা এমন তরল হয় নাই, যাতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান জন্মিতে পারে—গোবিন্দের চেষ্টায় স্ত্রীলোকটীর প্রতিই প্রভুর মনোযোগ কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর নিজের প্রতি প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই—গোবিন্দও তদ্রূপ কোনও চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং প্রভু যখন স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিলেন, তখনও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অভিমান ফিরিয়া আসে নাই—তখনও তাঁহার মনে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে পূর্ব্বভাবের আবেশ, গোপীভাবের আবেশই ছিল। শ্রীগ্রন্থের পয়ার হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া প্রভুর যখন বাহ্য হইল, তখন তাঁহার শ্যাম-সুন্দর মুরলী-বদন-দর্শনের আবেশ ছুটিয়া গেল, তখনই তিনি জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারিলেন; কিন্তু জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকিলেও নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরেই যে তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন, এই জ্ঞান তখনও তাঁহার হইয়াছিল না। পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত ছিল বলিয়া সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পান নাই, এক্ষণে গোবিন্দের চেষ্টায় স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাওয়ায় চিত্তবৃত্তির নিবিড়তা একটু তরল হওয়াতে তাহা সুভদ্রা-বলরামেও প্রসারিত হইল, তাই প্রভু সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণেই চিত্তবৃত্তির অধিকতর আবেশ; তাই নিজের গোপীভাবের আবেশে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু গোপীগণ, সুভদ্রা-বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রেই দেখিয়াছিলেন; তাই গোপীভাবের আবেশে প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই

"আদিবশ্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥" ২৪
অস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নাম্বিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥ ২৫
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা—।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ ২৬
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহো নাহি জানে॥ ২৭
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমারো বা হয়। ২৮
পূর্ব্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুভদ্রা-বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন না; কারণ সুভদ্রা-বলরাম-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি গোপীভাবে ভাবিত-চিত্ত প্রভুর চিত্তবৃত্তিকে কুরুক্ষেত্রেই টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাই দেখিতে পাওয়া যায় (৩।১৪।৩১ ৩২)—"এবে স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল। 'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন। 'কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাম, কাহাঁ বৃন্দাবন॥' ইহাতে পরিষ্কাররূপেই বুঝা যায় যে, যখন প্রভু উড়িয়া-স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আবেশ ছুটিয়া গেল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ভাবে তাঁহার মন আবিষ্ট হইল; সুতরাং পূর্ব্ব-রাত্রিতে স্বপ্ন-দর্শনের সময় হইতে যে গোপী-ভাবে প্রভুর চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দর্শনের আবেশের সময়েও তাঁহার সেই গোপী-ভাবের আবেশই ছিল; পূর্ব্ব-রাত্রি হইতে তখন পর্য্যন্ত তাঁহার গোপী-ভাবের আবেশই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বিদ্যমান ছিল, কোনও সময়েই তাঁহার চিত্তে নিজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অভিমান স্ফুরিত হয় নাই। নিজের গোপী-ভাবেই তিনি উড়িয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অভিমানে দেখেন নাই; তাই স্ত্রীলোকটীকে দেখার পরেও তাঁহার স্পর্শে বা উপস্থিতিতে প্রভু সঙ্কুচিত হয়েন নাই, দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করেন নাই। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই।

সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা-রক্ষণার্থই গীতগোবিন্দ-কীর্ত্তনরতা দেবদাসী হইতে প্রভু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু উড়িয়া-স্ত্রীলোকটীর সান্নিধ্য-সময়ে প্রভুর নিজের স্মৃতিই ছিল না, সন্ন্যাসাশ্রমের স্মৃতিও ছিল না, তাই সঙ্কোচের অবকাশ হয় নাই।

২৪। **আদিবশ্যা**—স্নেহসূচক গালি; মূর্খ। ৩।১০।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **না কর বর্জ্জন**—নিষেধ করিও না।

২৫। **চরণ বন্দনা করিলা**—এতক্ষণ স্ত্রীলোকটীর বাহ্যস্মৃতিই ছিল না; এক্ষণে গোবিন্দের কথায়, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন যে, তিনি প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়া দর্শন করিতেছেন। তাড়াতাড়ি নামিয়া মহা-অপরাধজনক কাজ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া অপরাধ ক্ষমা চাহিলেন।

২৬। **তার আর্ত্তি**—জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর বলবতী উৎকণ্ঠা এবং দর্শন করার পরে তাঁহার আনন্দ-তন্ময়তা।

২৭। **তনু-মন-প্রাণে**—দেহ, মন এবং প্রাণ।

২৮। **বন্দোঁ**—বন্দনা করি। **ইহার পায়**—এই স্ত্রীলোকটির চরণে। **প্রসাদে**—অনুগ্রহে।

প্রভু এই পয়ারে ভক্তভাবে ভক্তোচিত—অথবা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহখিন্না গোপীর ভাবোচিত—দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

২৯। **পূর্ব্বে যবে**—সেই দিন প্রথমে যখন।

জগন্নাথে দেখে ইত্যাদি—পূর্ব্ব-রাত্রির রাস-লীলার স্বপ্নের আবেশ প্রভুর এখনও রহিয়াছে। তখন হইতে রাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকায়, জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতেও প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহাঁ-তাহাঁ-দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥ ৩০

এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখিতে পাইলেন; অন্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান না থাকায় শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতে পাইলেন না। ইহা উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ। রাসলীলার স্বপ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই উদ্ঘূর্ণা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৪।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। **স্বপ্নের দর্শনাবেশে**—পূর্ব্ব-রাত্রিতে যে রাস-লীলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই রাসলীলার আবেশে।

তদ্রূপ হৈল মন ইত্যাদি—স্বপ্নদৃষ্ট রাস-লীলার আবেশের অনুরূপ প্রভুর মনের অবস্থা হইল। রাস-লীলা দর্শন-সময়ে প্রভুর নিজের যেমন গোপীভাবের আবেশ ছিল, এখনও নিজের সম্বন্ধে তদ্রূপ গোপীভাবের আবেশ, নিজের গোপী-অভিমান। আর শ্রীকৃষ্ণে মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, যাহা কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতেই মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতে পান—অপর বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান না, অনুসন্ধানের অভাববশতঃ। ইহা উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ।

যাহাঁ-তাহাঁ দেখে—যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেই বস্তুতেই মুরলীবদনকেই দেখেন, সেই বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান না।

কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠটীও আছে:—"পীতাম্বর বনমালা মুরলীবদন। চূড়ায়-ময়ূর-পুচ্ছ উড়ায় পবন ॥" অর্থ—যেদিকে প্রভু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সে দিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, আর দেখেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে পীতবসন, গলায় বনমালা, মুখে মুরলী, মাথায় চূড়া—সেই চূড়ায় ময়ূর-পুচ্ছ শোভা পাইতেছে। ঐ ময়ূরপুচ্ছ আবার বাতাসে চলিতেছে। **পীতাম্বর**—পীতবসন। পবন—বাতাস। পবন উড়ায়—ময়ূরপুচ্ছকে বাতাসে উড়াইতেছে।

৩১। **এবে**—এক্ষণে; গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে নামাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করার পরে। **স্ত্রী-দেখি**—উড়িয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখিবার পরে। **বাহ্য হৈল**—বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইল; রাস-স্মৃতির আবেশ ছুটিল। প্রভুর যে সম্পূর্ণরূপে বাহ্য-দশা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা নহে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার সমুদয় চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; এক্ষণে সেই কেন্দ্রীভূততা একটু তরল হইল; তাতে প্রভুর চিত্তবৃত্তি গোবিন্দের আচরণে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটীর প্রতিও কিঞ্চিত অর্পিত হইল; তাতেই প্রভু তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিত্তবৃত্তির কেন্দ্রীভূততায় একটু তরলতা আসাতে মন্দিরস্থিত শ্রীমূর্ত্তি তিনটীর প্রতিও প্রভুর অনুসন্ধান গেল, তাই তিনি জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রভু সেইদিন আর তাহা দেখিতে পান নাই। উড়িয়া স্ত্রীলোকটিকে গোবিন্দ সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন "নীচে নামিয়া জগন্নাথ দর্শন কর।" এই বাক্যের "জগন্নাথ"-শব্দ প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করাতেই সম্ভবতঃ জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রভুর একটু অনুসন্ধান গেল; তাতেই জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে সম্ভবতঃ দেখিতে পাইলেন।

স্বরূপ দেখিল—সাধারণ লোক শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ দর্শন করে, প্রভু সেইরূপ দেখেন নাই। সাধারণ লোক দেখে শ্রীমূর্ত্তি মাত্র; কিন্তু প্রভু শ্রীমূর্ত্তিতেই অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় প্রকৃতস্বরূপ দেখিলেন। প্রেম নাই বলিয়াই সাধারণ লোক শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপের মাধুর্য্যাদি দেখিতে পায় না। প্রভু প্রেমের বিগ্রহ বলিয়াই তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত-আস্বাদয় ॥ ১।৪।১২৫ ॥" যাঁহার চিত্তে যতটুকু প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ততটুকুই অনুভব করিতে পারিবেন।

'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন।
'কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন ॥' ৩২

প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২। **কুরুক্ষেত্রে** ইত্যাদি—জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিলেও, তাঁহাদিগকে যে নীলাচলের শ্রীমন্দিরেই দেখিতেছেন, এই জ্ঞান তখনও প্রভুর হয় নাই। প্রভু মনে করিলেন, কুরুক্ষেত্রেই তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন।

ইহাতেই বুঝা যায়, প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই। সম্পূর্ণ বাহ্য হইলে নীলাচলের শ্রীমন্দিরে যে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন, ইহা প্রভু বুঝিতে পারিতেন। "কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ" হইতেই বুঝা যায়, তখনও প্রভুর নিজের গোপীভাবের আবেশ ছিল, এবং গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আবেশও ছিল। কিন্তু সুভদ্রা ও বলরামের দর্শনে রাসস্থলীর আবেশ ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজের গোপীভাবের আবেশও আছে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আবেশও আছে; আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরামকেও দেখিতে পাইতেছেন; কিন্তু কৃষ্ণের হাতে বংশীও দেখিতেছেন না। এসব সম্ভব একমাত্র কুরুক্ষেত্র-মিলনে। সুভদ্রা ও বলরামের উপস্থিতিই গোপীভাবান্বিত প্রভুর চিত্তকে রাসস্থলী হইতে কুরুক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। তাই গোপীভাবে প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই সুভদ্রা-বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। প্রভুর গোপীভাব এপর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই বুঝা যায়। **কুরুক্ষেত্রে**—কুরুক্ষেত্র-মিলনে। **ঐছে হৈল মন**—এইরূপই প্রভুর মনে হইল। **কাঁহা কুরুক্ষেত্র** ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন মনে করায় প্রভুর মনে অত্যন্ত আক্ষেপ হইল; তাই আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিলেন—"এতক্ষণ যে আমি বৃন্দাবনে ছিলাম; এখন কিরূপে কুরুক্ষেত্রে আসিলাম? আমার সেই বৃন্দাবন কোথায় গেল? এই কুরুক্ষেত্রই বা কোথা হইতে আসিল?"

শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতেছেন মনে করায়, গোপী-ভাবান্বিত প্রভুর আক্ষেপের হেতু এই যে, শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় গোপবেশ দেখিতেই ভালবাসেন, দ্বারকার রাজবেশ (কুরুক্ষেত্রের বেশ) তাঁহারা ভালবাসেন না, রাজবেশ দর্শনে তাঁহাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাই কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন:—"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম ॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপনা চরণ ॥ ইহাঁ লোকারণ্য হাথি ঘোড়া রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ইহাঁ রাজ-বেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপগণ-সঙ্গে মুরলীবদন। ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নহে এক কণ ॥ আমা লৈয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥ ২।১৩,১২০-২৫ ॥"

৩৩। **প্রাপ্তরত্ন**—যে রত্ন একবার পাইয়াছিলেন; মুরলীবদন-শ্রীকৃষ্ণরূপ হৃদয়-মণি—যাঁহাকে তিনি একবার পাইয়াছিলেন। **হারাইল**—স্বপ্নে বৃন্দাবনে রাস-লীলা দর্শন করিয়া গোপীভাবান্বিত প্রভু মনে করিয়াছিলেন "বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ।" এইক্ষণে সেই ভাব ছুটিয়া যাওয়ায় এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতেছেন মনে করায় গোপীভাবান্বিত প্রভু মনে করিলেন—"অনেক দুঃখের পরে আমি বৃন্দাবনে মুরলীবদনকে পাইয়াছিলাম; আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে আবার হারাইলাম।"

বহুমূল্য রত্ন পাইলে ধন-লিপ্সু দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, রাস-বিহারী কৃষ্ণকে পাইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীভাবান্বিত প্রভুরও সেইরূপ বা ততোধিক আনন্দ হইয়াছিল। আবার প্রাপ্ত রত্নটী হারাইলে ধনলিপ্সু দরিদ্রের যেরূপ অসহ্য দুঃখ হয়, বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াও গোপীভাবান্বিত প্রভুর সেইরূপ বা ততোধিক অসহ্য দুঃখ হইয়াছিল। ইহাই এই পয়ারে "রত্ন" শব্দের ধ্বনি।

ঐছে ব্যগ্র হৈলা—প্রভু ঐরূপ ব্যগ্র (অস্থির) হইলেন। ধনলিপ্সু দরিদ্রব্যক্তি প্রাপ্ত-রত্ন হারাইলে

ভূমির উপর বসি নিজনখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ ৩৪
'পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ ॥ ৩৫
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন—হারাইল ধন ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেরূপ অস্থির হয়, বৃন্দাবন-নাথকে হারাইয়াও প্রভু সেইরূপ অস্থির হইয়া পড়িলেন। **বিষণ্ণ হইয়া**—অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া। **নিজ বাসা আইলা**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে।

৩৪। **ভূমির উপর বসি**—মাটীর উপরে বসিয়া। **ভূমি লেখে**—মাটীতে নখে রেখা টানিতে লাগিলেন। **অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে**—চক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। **কিছু নাহি দেখে**—চক্ষুতে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু নির্গত হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি রোধ হইয়া গেল।

জগন্নাথের মন্দির হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া প্রভু মাটীর উপরে বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া নিজের নখের সাহায্যে উন্মনস্কভাবে মাটীর উপর নানাবিধ রেখা আঁকিতে লাগিলেন; প্রভুর নয়ন হইতে প্রবল বেগে অবিরত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীদিগের যে যে দশা (চিন্তাদি দশ দশা) উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও সেই সেই দশা উপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত দশার মধ্যে এই পয়ারে প্রভুর চিন্তা-দশার কথা বলা হইয়াছে। চিন্তার লক্ষণ এইরূপ :—

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতম্। শ্বাসাধোমুখ্য-ভূলেখ-বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ। বিলাপোত্তাপকৃশতা বাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দঃ ৪র্থ লহরী। ১০॥ অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি-নিবন্ধন যে ভাবনা, তাহার নাম চিন্তা। ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমি-লেখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, নেত্রজল ও দৈন্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এস্থলে অভিলষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত দ্বারকানাথের প্রাপ্তি-নিবন্ধন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিন্তা-নাম্নী দশার উদয় হইয়াছে; তাহাতেই প্রভু মাটীতে বসিয়া বসিয়া ভূমি লিখিতেছেন এবং তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে।

৩৫। এই পয়ারে প্রভুর চিন্তাজনিত দৈন্যময় বিলাপের কথা বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন—"হায় হায়! আমি বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণকে পাইলাম, পাইয়া আবার হারাইলাম। আমার কৃষ্ণকে কে আমার নিকট হইতে লইয়া গেল? কোথায় লইয়া গেল? আমিই বা কোথায় আসিয়া পড়িলাম? বৃন্দাবনেই তো আমি ছিলাম, এখানে আমায় কে আনিল? এই স্থানটীই বা কোথায়?" বুঝা যাইতেছে, এখনও প্রভুর মনে গোপীভাবের আবেশ আছে।

৩৬। **স্বপ্নাবেশে**—স্বপ্নদৃষ্ট রাস-লীলার আবেশে।

বাহ্য হৈলে—সেই আবেশ একটু তরল হইলে। ইহা পূর্ণ বাহ্য নহে, পরবর্ত্তী ৩।১৪।৫২ পয়ার হইতে বুঝা যায়; **"প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া"** ইত্যাদি প্রলাপোক্তির পরে স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দের চেষ্টায় প্রভুর "কিছু বাহ্যজ্ঞান" হইয়াছিল; তাহাও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান নহে; তখনও প্রভুর গোপীভাবের আবেশ ছিল। এই আবেশ লইয়াই প্রভু গম্ভীরার ভিতরে শুইতে গিয়াছিলেন (৩।১৪।৫৩); তাহারও অনেক পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল (৩।১৪।৭২)।

রাসলীলার ভাবে প্রভুর মন যখন সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট থাকে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া প্রভুর চিত্ত প্রেমে গরগর হইয়া যায়; কিন্তু যখন ঐ আবেশ কিঞ্চিৎ ছুটিয়া যায়, তখনই আর বৃন্দাবন-নাথের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তখন প্রভু মনে করেন যেন তিনি কৃষ্ণ-ধনকে একবার পাইয়া পুনরায় হারাইলেন।

উন্মত্তের প্রায় কভু করে গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য॥ ৩৭

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া॥ ৩৮

তথাহি গোস্বামিপাদকৃতশ্লোকঃ—
প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রাপ্ত ইতি। আদৌ প্রাপ্তং পশ্চাৎ প্রণষ্টং অচ্যুতরূপবিত্তং কৃষ্ণরূপধনং যস্য তাদৃশঃ মে আত্মা মনঃ, বিষাদেন উজ্ঝিতং পরিত্যক্তং দেহগেহং দেহরূপং গেহং গৃহং যেন তাদৃশঃ সন্, গৃহীতঃ স্বীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিনঃ ধর্ম্মো যেন তাদৃশশ্চ সন্ সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দং তেন সহ বৃন্দাবনং যযৌ। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **উন্মত্তের প্রায়**—রাস-লীলার আবেশে প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইলেন; তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি ঐ রাস-লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইল, অন্য বিষয়ে তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না। তিনি নিজেকে রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া গোপীভাবে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন—রাসে গোপীগণ যেরূপ নৃত্যগীত করেন, প্রভুও সেইরূপ করিতে লাগিলেন (উহা উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ)। মস্তিষ্কবিকৃতি-জনিত উন্মত্ততা প্রভুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, অথচ তাঁহার (নীলাচলে থাকিয়া রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া নৃত্যগীতাদিরূপ) আচরণ উন্মত্তের আচরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে বলিয়া "উন্মত্তের প্রায়" বলা হইয়াছে।

দেহের স্বভাবে ইত্যাদি—প্রেমাবেশে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না; তাই স্নান-ভোজনাদির প্রতি তাঁহার কোনও অনুসন্ধানই ছিল না। তথাপি কেবল অভ্যাসজনিত দেহের স্বভাব-বশতঃই প্রভু যেন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়াই স্নান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন।

৩৮। **স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া**—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দের সঙ্গে। **মনের বার্ত্তা**—মনের নিগূঢ় কথা। **উঘাড়িয়া**—প্রকাশ করিয়া। পরবর্ত্তী "প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুত" ইত্যাদি শ্লোকে প্রভুর 'মনের বার্ত্তা' প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হওয়ার পরে হারাইয়া) মে (আমার) আত্মা (মন) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিষাদে দেহরূপ গেহকে পরিত্যাগ করিয়া) গৃহীত-কাপালিকধর্ম্মকঃ (কাপালিক-ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক) সেন্দ্রিয়-শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত) বৃন্দাবনং যযৌ (বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে)।

অনুবাদ। আমার মন শ্রীকৃষ্ণরূপ-ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়াছে; তাই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে। ৩

প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ—প্রথমে প্রাপ্ত এবং তৎপরে প্রণষ্ট হইয়াছে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)-রূপ বিত্ত বা ধন যাহার সেই **আত্মা**—মন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন; স্বপ্নভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াছেন। দারিদ্র্য-পীড়িত লোক হঠাৎ বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয় এবং অকস্মাৎ সেই ধনরত্ন হারাইয়া ফেলিলেও তাহার যেরূপ দুঃখ জন্মে, স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল এবং স্বপ্নভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়াতেও তাঁহার তদ্রূপ বিষাদের উদয় হইয়াছিল। নষ্টবিত্ত দরিদ্র মনের দুঃখে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া নষ্টধনের অন্বেষণে যেমন যোগী বা ভিখারীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, নষ্ট বিত্তের উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনও কৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় **বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহ**—বিষাদে দেহরূপ গেহকে ত্যাগ করিয়া **গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ**—কাপালিক-

যথারাগঃ—

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরিহরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগীর ধর্ম্ম বা বেশ-ভূষা-আচরণাদি গ্রহণপূর্ব্বক **সেন্দ্রিয়-শিষ্যবৃন্দঃ**—ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়া গেল। এস্থলে ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের শিষ্য বলা হইয়াছে; শিষ্য হয় গুরুর অনুগত, গুরুর আজ্ঞাবহ; ইন্দ্রিয়বর্গও হয় মনের অনুগত, মনের ইঙ্গিতেই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্বকার্য্য করিয়া থাকে; তাই ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের আজ্ঞাবহ শিষ্য বলিয়াই মনে করা যায়।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার দেহ ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে। স্থূলার্থ এই যে—দেহাদি সম্বন্ধে তাঁহার মনের কোনও অনুসন্ধান ছিল না, তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিল (ইহাই সশিষ্যমনকর্ত্তৃক দেহরূপ গেহত্যাগের মর্ম্ম)। মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনেই যেন পড়িয়া থাকিত, শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা, তাঁহার রূপগুণ-মাধুর্য্যাদির কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করিত এবং এরূপ চিন্তাদিতে তন্ময়তার ফলে কর্ণে কোনও শব্দ প্রবেশ করিলেও তাহা যেন শ্রীবৃন্দাবনস্থ লীলাসম্বন্ধীয় কোনও শব্দ বলিয়া, নাসিকায় কোনও সুগন্ধ প্রবেশ করিলে, তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণের বা তদীয় পরিকরাদির অঙ্গগন্ধাদি বলিয়া এবং এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রহণযোগ্য কোনও বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাও যেন শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াই অনুভূত হইত। অথবা, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের দ্বারা চিন্তিত বৃন্দাবনলীলার সম্বন্ধেই যেন নিয়োজিত করা হইয়াছিল—চক্ষুকর্ণাদিদ্বারা বৃন্দাবন-লীলাদির দর্শন-শ্রবণাদিই যেন করা হইতেছিল; বস্তুতঃ মন কৃষ্ণলীলায় নিবিষ্ট থাকায় মনের অনুগত ইন্দ্রিয়বর্গও সেই লীলাতেই নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। (ইহাই সশিষ্যমন কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে যাওয়ার মর্ম্ম)।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৯। **প্রাপ্তকৃষ্ণ হারাইয়া**—স্বপ্নে যে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া। **তার গুণ স্মরিয়া**—সেই কৃষ্ণের গুণ স্মরণ করিয়া। **গুণ**—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসিকতাদি। **বিহ্বল**—হতজ্ঞান।

"প্রাপ্ত-কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রাপ্তরত্ন"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। রত্ন—বহুমূল্য ধন; কৃষ্ণরূপ সম্পত্তি; ইহা শ্লোকস্থ "অচ্যুতবিত্ত"-শব্দের মর্ম্ম। "অচ্যুত"শব্দে "কৃষ্ণকে" বুঝায়; সুতরাং "প্রাপ্ত কৃষ্ণ"ই শ্লোকার্থের সহিত অধিকতর সঙ্গতিযুক্ত।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি—স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহারা প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া। স্বরূপদামোদর ব্রজের ললিতা, আর রায়-রামানন্দ ব্রজের বিশাখা। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধা যেমন প্রিয়-সখী ললিতা-বিশাখার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন, রাধা-ভাবান্বিত শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ, কৃষ্ণ-বিরহে অস্থির হইয়া স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতেন।

কহে হা হা হরি হরি—রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া প্রভু বিরহের আবেগে প্রথমতঃ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, আক্ষেপের সহিত কেবল মাত্র "হা হা হরি হরি" বলিলেন। এই আক্ষেপোক্তির ধ্বনি বোধ হয় এইরূপঃ—"প্রাণের স্বরূপ! প্রাণের রামানন্দ! হায় হায়! আমার কি হইল! যিনি আমার লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম সমস্ত হরণ করিলেন, স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা যিনি আমার মন-প্রাণ সমস্ত হরণ করিলেন, আমার সেই প্রাণ-বল্লভ কোথায় গেল? তাঁহার অদর্শনে আমি যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না! বান্ধব! প্রাণের বান্ধব! কে

শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ধ্রু ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার প্রাণকে আমার দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল ?" **ধৈর্য্য গেল হইল চপল**—"হা হা হরি হরি" বলিতেই ভাবের প্রবল স্রোতে প্রভুর ধৈর্য্য ভাসিয়া গেল, চপলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। চপলতার সহিত প্রভু নিজের মনের কথা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। **ধৈর্য্য**—মনের স্থিরতা। **চপল**—চঞ্চলতা, বাচালতা। ২।২।১২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০। "শুন বান্ধব !" হইতে "শূন্য মোর শরীর-আলয়" পর্য্যন্ত প্রভুর চপলোক্তি (৪০—৪৮ ত্রিপদী)।

শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী—রায়-স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"প্রাণের স্বরূপ ! প্রাণের রামানন্দ ! বান্ধব আমার ! শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা শুন ; শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের কথা কি আর বলিব ! ইহা যে অবর্ণনীয় ! কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যিনিই এই মাধুর্য্যের কথা কিঞ্চিন্মাত্র শুনিবেন, তাঁহাকেই এই মাধুর্য্যের লোভে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে—লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথ সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়াও ঐ অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিবেন।" **যার লোভে**—যে মাধুর্য্যের প্রাপ্তির বলবতী লালসায়। **লোক-বেদধর্ম্ম**—লোক-ধর্ম্ম (লজ্জা, শীতলাদি) ও বেদধর্ম্ম (পারলৌকিক মঙ্গলজনক কর্ম্মাদি)। **যোগী হঞা**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত দেহ-গেহাদির অনুসন্ধান ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন যোগীর বেশ ধারণ করিয়া ; অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে আহরণ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়েতেই নিয়োজিত করিয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত "প্রাপ্তপ্রণষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকের "কাপালিক" শব্দ হইতে বুঝা যায়, এস্থলে "যোগী" শব্দে কাপালিক যোগী রূপেই মনকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হইল ভিখারী—দেহ-গেহ-সুখ ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছে ; জীবন ধারণ না করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেনা, তাই কোনওরূপে জীবন ধারণের প্রয়াস।

যার লোভে ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন "বান্ধব ! পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত বেদ ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যে সুখ, আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহবাসে যে সুখ, উপাদেয় বস্তু আহার করিয়া দেহের তৃপ্তি-সাধনে যে সুখ—তাহাতেই লোক মত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে একবার কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা যদি শুনে, তবে নিশ্চয়ই আর এ সব সুখে তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। বান্ধব ! কৃষ্ণমাধুর্য্যের লোভে আমার মন এতই উতালা হইয়াছে যে, দেহ-গেহ-সুখাদিতে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে—তাই আমার মন লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির-আশায় ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্য সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া, কিসে শ্রীকৃষ্ণ-লাভ হইবে, কেবলমাত্র তাহার অনুসন্ধানেই নিবিষ্ট আছে। বান্ধব ! কৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি ! ইহা সমস্ত ভুলাইয়া, সমস্ত ছাড়াইয়া লোককে নিজের দিকেই আকর্ষণ করে। প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডের যে অবস্থা হয়—তৃণখণ্ড যেমন আর শত চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বস্থানে থাকিতে পারে না, পূর্ব্বস্থানে থাকিবার নিমিত্ত কোনওরূপ চেষ্টাও যেমন তৃণখণ্ড করিতে পারে না, স্রোতের বেগে তৃণখণ্ড যেমন স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া চলিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের শক্তিতেও মনের সেইরূপ অবস্থা হয় ; শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের কথা শুনিলে কাহারও মনই আর পূর্ব্বের অবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয় না, বেদ-ধর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া মাধুর্য্যের প্রবল আকর্ষণেই চালিত হইতে থাকে। তখন আর ভোগ্য বস্তুতে তাহার কোনও স্পৃহাই থাকেনা, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল চেষ্টা করিতে পারিলেই তখন সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।"

মহাপ্রভুর এই উক্তিসমূহে পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তপ্রণষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মই প্রকাশিত হইতেছে। মাথুর-বিরহে

কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধশঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক-কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি,
আশাঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধার যে চিন্তা-জাগর্য্যাদি দশটী দশার উদয় হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও যে সেই দশটী দশারই উদয় হইয়াছিল, তাহাই প্রভুর এই উক্তিসমূহ হইতে বুঝা যাইবে।

"যার লোভে মোর মন" ইত্যাদি বাক্যে মনকে যোগিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; যোগীর যে সমস্ত বেশভূষা ও আচরণ থাকে, প্রভুর মনেরও যে সব ছিল, তাহাই রূপকচ্ছলে পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে বলা হইতেছে।

৪১। যোগিগণ কর্ণে শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোরূপ যোগীও যে শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। কৃষ্ণ-কথারূপ শঙ্খ-কুণ্ডলই মনোরূপ যোগী ধারণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-লীলা-মণ্ডল—কৃষ্ণ-লীলা-সমূহ। **মণ্ডল**—সংখাত (সমূহ) ইতি হেমেন্দ্র। **শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল**—শঙ্খ-নির্ম্মিত কুণ্ডল, শঙ্খ-কুণ্ডল; যে শঙ্খ-কুণ্ডলে কোনওরূপ মলিনতা নাই, যাহা পরিষ্কার শুভ্র, তাহাই শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল। অথবা যে শঙ্খ (বেদবাক্যানুসারে) স্বভাবতঃই শুদ্ধ (পবিত্র), সেই শুদ্ধশঙ্খ দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডলই শুদ্ধশঙ্খ-কুণ্ডল। **কৃষ্ণ-লীলামণ্ডল শুদ্ধশঙ্খকুণ্ডল**—কৃষ্ণ-লীলারূপ শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল। কৃষ্ণ-লীলাসমূহই শুদ্ধ-শঙ্খ কুণ্ডলের ন্যায় কর্ণ-ভূষণ। **শুক-কারিকর**—শুকদেবগোস্বামিরূপ কারিকর। যাহারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে কারিকর বলে, যেমন স্বর্ণকারাদি। **গড়িয়াছে শুক কারিকর**—যাহা (কৃষ্ণলীলা-মণ্ডলরূপ শঙ্খ-কুণ্ডল) শুকদেবগোস্বামিরূপ কারিকর গড়িয়াছেন। শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণলীলাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত আদরের বস্তু। যোগী যেমন সর্ব্বদাই শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে ধারণ করেন, শঙ্খকুণ্ডল ব্যতীত অপর কিছুই যেমন যোগী কর্ণভূষারূপে ব্যবহার করেন না, তদ্রূপ প্রভুও সর্ব্বদাই এই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, শ্রবণ করিয়াই পরমানন্দ লাভ করেন; কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কোনও কথাই প্রভু শুনিতে ইচ্ছা করেন না, শুনেনও না; কৃষ্ণ-কথার আলাপন ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও প্রভু অতিবাহিত করেন না। কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ কর্ণেরই কাজ; প্রভুর কর্ণে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-কথা আছে বলিয়া কৃষ্ণ-কথাকেই প্রভুর মনের কুণ্ডল বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরহ-খিন্না শ্রীরাধা সর্ব্বদাই সখীদের সহিত কৃষ্ণ-কথার আলাপন করিতেন; কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণই তাঁহার তখনকার একমাত্র উপজীব্য ছিল। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণ-কথাকেই তাঁহার একমাত্র জীবাতু করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় এই ত্রিপদীর গূঢ়ার্থ।

যোগীদিগের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি থাকে, হাতে ভিক্ষার থালি থাকে: থালিতে করিয়া তাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তৎপরে ভিক্ষালব্ধ বস্তু থালি হইতে ঝুলিতে রাখিয়া দেন। মহাপ্রভুর মনোরূপ যোগীরও যে ঝুলি এবং থালি আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের তৃষ্ণাই হইতেছে থালি এবং কখন, কোথায় এই মাধুর্য্য পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশাই হইতেছে ঝুলি।

সেই কুণ্ডল কানে পরি—কৃষ্ণলীলা-মণ্ডলরূপ শঙ্খকুণ্ডল কানে ধারণ করিয়া; সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা শ্রবণ করিতে করিতে। **তৃষ্ণা**—পাওয়ার ইচ্ছা; লালসা; শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের লালসা। **লাউ**—অলাবু; লাউ-নামক তরকারী-দ্রব্য। **থালী**—স্থালী, পাত্র। **লাউ-থালী**—পাকা লাউয়ের উপরিভাগ বেশ কঠিন হয়; ভিতরের শাস পচাইয়া বাহির করিয়া ফেলিলে কঠিন আবরণে জল-আদি রাখিবার পাত্র হয়; কোন কোনও নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি ধাতু-পাত্র ব্যবহার করেন না বলিয়া এইরূপ লাউ-পাত্র ব্যবহার করেন। যোগিগণও এইরূপ লাউ-পাত্র হাতে লইয়াই ভিক্ষা করিয়া থাকেন। **তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি**—তৃষ্ণারূপ লাউ-থালী হাতে ধরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ-

চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন কায়,
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাধুর্য্য আস্বাদনের লালসাই মনোরূপ যোগীর হাতের লাউ-থালী তুল্য। প্রভুর মনে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা আছে, ইহাই "তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি" বাক্যের মর্ম্ম।

আশা—কখন পাইব, কোথায় পাইব, এইরূপ ভাবকে আশা বলে। "আশা কদা কুত্র প্রাপ্স্যামীত্যাশংসা—চক্রবর্ত্তী।" **আশা ঝুলি** ইত্যাদি—ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত যোগীর কাঁধে ঝুলি থাকে; প্রভুর মনোরূপ যোগীর কাঁধেও এইরূপ একটী ঝুলি আছে, "কোথায় কৃষ্ণকে পাইব, কখনই বা পাইব" এইরূপ আশাই মনের এই ঝুলি।

ভিক্ষালব্ধ বস্তু রাখিতে রাখিতে যেমন ঝুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতেও আশা পূর্ণ হইয়া যায় (কোথায় পাইব, কখন পাইব, এইরূপ ভাব আর থাকে না); তাই আশাকে ঝুলি বলা হইয়াছে। আবার ঝুলি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যেমন ভিক্ষার থালির প্রয়োজন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা পূর্ণ করিতে হইলেও তৃষ্ণা বা বলবতী লালসার প্রয়োজন; তাই তৃষ্ণাকেই থালি বলা হইয়াছে।

এই ত্রিপদীর স্থূলার্থ এই:—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা এবং কোথায় কৃষ্ণ পাইব, কখন পাইব, কিরূপে পাইব—এইরূপ একটা উৎকণ্ঠাও সর্ব্বদাই প্রভুর মনে বিদ্যমান আছে।

৪২। গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত যোগীর কাঁথা থাকে; প্রভুর মনোরূপ যোগীরও সেইরূপ একখানা কাঁথা আছে; যোগী গায়ে বিভূতি (ভস্ম) মাখে; এই সমস্তই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। চিন্তা-নাম্নী দশাই মনোরূপ যোগীর কাঁথা এবং ধূলিই তাঁহার বিভূতি।

চিন্তা—যাহা চাওয়া যায়, তাহা না পাইলে এবং যাহা পাইতে চাই না, তাহা পাইলে মনে যে ভাবনার উদয় হয়, তাহাকে চিন্তা বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে চিন্তা নাম্নী দশার উদয় হয়। ইহা বিরহ-জনিত দশটী দশার একটী। **কন্থা**—কাঁথা। **চিন্তা-কন্থা**—চিন্তারূপ কাঁথা। **উড়ি**—ওড়না, চাদর। **গাত্রে**—গায়ে। **উড়ি গায়**—গাত্রে ওড়না; গাত্রাবরণ। **চিন্তা কন্থা উড়ি গায়**—চিন্তারূপ কাঁথাই মনোরূপ যোগীর গায়ের ওড়না (গাত্রাবরণ)। কাঁথা দ্বারা যোগী যেমন তাহার সমস্ত দেহ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তা দ্বারাও তদ্রূপ প্রভুর মন সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে; তাই চিন্তাকে কাঁথা বলা হইয়াছে। প্রভুর মনে সর্ব্বদাই কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তা আছে, ইহাই স্থূলার্থ।

ধূলি—ধূলা। **বিভূতি**—ভস্ম, ছাই। **ধূলি বিভূতি**—ধূলিরূপ বিভূতি। যোগী যেমন গায়ে ভস্ম মাখে, কৃষ্ণ-বিরহের অস্থিরতায় প্রভু বা তাঁহার মন যখন মাটীতে গড়াগড়ি দেন, তখন তাঁহার গায়েও ধূলা লাগে। এই ধূলাই বিভূতিতুল্য। **কায়**—দেহ, শরীর। **ধূলি বিভূতি-মলিন গায়**—ধূলিরূপ-বিভূতিদ্বারা মলিন হইয়াছে যে কায় বা দেহ। ভস্ম মাখাতে যোগীর দেহ যেমন মলিন হইয়া যায়, ধূলি লাগাতেও প্রভুর দেহ বা মন তদ্রূপ মলিন হইয়া যায়। দশদশার একটী দশা মলিনাঙ্গতা। এই বাক্যে প্রভুর এই মলিনাঙ্গতার কথা বলা হইল।

হা হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে প্রাণের গভীর আবেগ সূচিত হইতেছে। **প্রলাপ**—অসংলগ্ন বাক্য। **প্রলাপ উত্তর**—প্রলাপরূপ উত্তর। **হা হা কৃষ্ণ** ইত্যাদি—মনোরূপ যোগীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে? কোথায় যাইতেছ" তাহা হইলে সে "হা হা কৃষ্ণ" বলিয়াই তাহার উত্তর দেয়। প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাকে প্রলাপ বলা হইয়াছে। দশ দশার একটী দশার নাম প্রলাপ। এই বাক্যে প্রভুর প্রলাপ-দশার কথাই বলা হইল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তায় প্রভুর মন এতই নিবিষ্ট যে, তাঁহাকে কেহ কোনও প্রশ্ন করিলেও সেই প্রশ্নের মর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না ; অভ্যাসবশতঃ প্রশ্নের উত্তরে কোনও কথা বলিতে গেলেও, সেই কথা প্রশ্নের অনুকূল উত্তর হয় না—তাঁহার চিত্তের ভাবের অনুকূলই হইয়া পড়ে। প্রভুর মনে যেমন সর্ব্বদাই "কোথায় কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" এইরূপ ভাব, কোনও প্রশ্নের উত্তরেও তিনি "কোথায় কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" ইত্যাদিরূপ কথাই বলিয়া ফেলেন।

যোগীর হাতে যেমন দণ্ড থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও দণ্ড আছে ; যোগীর মাথায় যেমন পাগড়ী থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর মাথায়ও পাগড়ী আছে ; এসমস্তই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। উদ্বেগই মনোরূপ যোগীর দণ্ড, আর লোভই তাহার পাগড়ী।

উদ্বেগ—মনের অস্থিরতা। ২।২।৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দ্বাদশ**—যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এক রকম দণ্ডবিশেষ, 'দ্বাদশঃ ষষ্টিবিশেষঃ এষ যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ—ইতি বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী।" যোগীরা এই দ্বাদশ-নামক দণ্ড ব্যবহার করেন। **উদ্বেগ-দ্বাদশ**—উদ্বেগরূপ দ্বাদশ (ষষ্টি বা দণ্ড)। **উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে**—যোগীদিগের হাতে যেমন দ্বাদশ-নামক দণ্ড থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও তদ্রূপ উদ্বেগরূপ দণ্ড আছে। স্থূলার্থ এই যে, প্রভুর মন সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-বিরহে অস্থির—"হায়! আমি কি করিব? কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব? কিরূপে কৃষ্ণ পাইব?"—প্রভুর মনে সর্ব্বদাই এইরূপ অস্থিরতার ভাব। বিরহ-জনিত দশটী দশার মধ্যে উদ্বেগ দশা একটী। এই ত্রিপদীতে প্রভুর উদ্বেগ-দশার কথা বলা হইল।

কোনও কোনও গ্রন্থে "উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে" স্থলে "উদ্বেগাদি দশা হাথে" পাঠও আছে। এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ প্রভুর মনকে যোগীর সঙ্গে তুলনা করিয়া যোগীর যে সকল চিহ্ন আছে, মনেরও যে সে সকল চিহ্ন আছে, তাহাই এই কয় ত্রিপদীতে দেখান হইতেছে। এই অবস্থায় "উদ্বেগাদি দশা হাথে" বলিলে বুঝা যায়, যোগীর হাতে যেমন "দশা" থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও তদ্রূপ "উদ্বেগাদি দশা" আছে ; কিন্তু যোগীর হাতে কোনও দশা নাই, থাকিতেও পারে না ; দশা (অবস্থা) কাহারও হাতে ব্যবহার করার বস্তু নহে। দশা শব্দে দীপবর্ত্তি বা প্রদীপের সলিতাকেও বুঝায় ; আবার কাপড়ের শেষ ভাগকেও বুঝায়। হাতে করিয়া প্রদীপের সলিতা বা বস্ত্রান্তভাগ বহন করিবার রীতি যদি যোগীদের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারিত, "যোগী যেমন প্রদীপের সলিতা (দশা) বা বস্ত্রান্তভাগ (দশা) হাতে বহন করে, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ উদ্বেগাদি বহন করেন।" কিন্তু যোগীদের মধ্যে এইরূপ কোনও রীতি দেখা যায় না ; সুতরাং "উদ্বেগাদি দশা হাতে" রূপকালঙ্কারেরই মিল হয় না। দ্বিতীয়তঃ, "উদ্বেগাদি দশা" বলিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোত্থ দশ দশাই বুঝায়। যদি এই বাক্যেই উদ্বেগাদি দশ দশার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ত্রিপদী সমূহে উক্ত দশ দশার অন্তর্ভুক্ত "চিন্তা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, উন্মাদ" প্রভৃতি দশার উল্লেখ নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং "উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

লোভ—"ইষ্টদ্রব্যে ক্ষোভঃ লোভঃ—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" অভিলষিত বস্তুতে ক্ষোভের নামই লোভ ; ক্ষোভ—সঞ্চলন। অভিলষিত বস্তু (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্তির নিমিত্ত মনের যে চাঞ্চল্য, তাহাই লোভ।

পূর্ব্বে ৪১ ত্রিপদীতে তৃষ্ণা ও আশা শব্দ পাওয়া গিয়াছে ; আর এ ত্রিপদীতে পাওয়া গেল লোভ। তৃষ্ণা, লোভ ও আশা এই তিনটী শব্দের পার্থক্য এই :—কোথায় ইষ্টবস্তু পাইব, কখন পাইব, মনের এইরূপ ভাবকে বলে **"আশা"** ; ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহাকে বলে **"তৃষ্ণা"** ; আর ইষ্ট-বিষয়ে, বা ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে মনের চঞ্চলতা, তাহাকে বলে **"লোভ"**।

ঝুলনি—"শিরোবেষ্টন বিশেষঃ—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" মাথার পাগড়ী। ঝুলনি—অর্থ ঝুলনা বা ঝুলি নহে ; ঝুলি কাঁধে থাকে, মাথায় থাকে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে ৪১ ত্রিপদীতেই ঝুলির কথা বলা হইয়াছে। **লোভের**

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন,   কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে,   করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঝুলনি—লোভরূপ ঝুলনি। **লোভের ঝুলনি মাথে**—যোগীর মাথায় যেমন ঝুলনি (পাগড়ী) থাকে, তদ্রূপ মনোরূপ যোগীর মাথায়ও লোভরূপ ঝুলনি আছে। মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রভুর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল।

ভিক্ষাভাবে—ভিক্ষার অভাবে; ভিক্ষায় ফলমূল-অন্নাদি বিশেষ কিছু মিলে না বলিয়া, সুতরাং সময় সময় অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয় বলিয়া। **ক্ষীণ**—কৃশ। **কলেবর**—দেহ। **ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর**—যোগীদিগকে পরের ঘরে ফলমূল-অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া দেহরক্ষা করিতে হয়; অনেক সময় যথেষ্ট ভিক্ষা পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহাদিগকে অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতেও হয়; তাই তাঁহাদের দেহ কৃশ হইয়া যায়। ভিক্ষার অভাবে প্রভুর মনোরূপ যোগীর দেহও যে তদ্রূপ কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। ফল-মূল-অন্নাদিই যোগীর ভক্ষ্য; কিন্তু প্রভুর মনোরূপ যোগীর ভক্ষ্য কি? মনোরূপ যোগী কি ভিক্ষা করেন? পরবর্ত্তী দুই ত্রিপদীতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দই মনোরূপ যোগীর শিষ্যগণ ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। "কৃষ্ণগুণ-রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-পরশ, সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ। তা সভার গ্রাস-শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৩।১৪।৪৬ ॥" তাহা হইলে বুঝা গেল, মনোরূপ যোগীর এই ভিক্ষা মিলে না বলিয়াই তাহার দেহের কৃশতা; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই প্রভুর মনে সর্ব্বদা বিষণ্ণতা এবং তজ্জন্য প্রভুর দেহেরও কৃশতা। দশ-দশার মধ্যে "তানব বা কৃশতা"ও একটী দশা আছে। প্রভুর যে এই কৃশতা-দশাও হইয়াছিল, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখান হইল।

৪৩। **ব্যাস-শুকাদি যোগিজন**—ব্যাসদেব ও শুকদেব প্রভৃতি যোগিগণ। **আত্মা**—পরমাত্মা, সকলের অন্তর্য্যামী, অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপেরও আত্মা। অথবা, সকলেরই পরম-আত্মীয়, নিতান্ত আপনার জন। **নিরঞ্জন**—অঞ্জনশূন্য; মায়ার অঞ্জন (বা বর্ণ) নাই যাঁহার; প্রাকৃতগুণশূন্য, চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। **কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন**—যিনি অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যে বিরাজমান, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও আত্মা যিনি, অথবা যিনি সকলেরই পরম আত্মীয়, যাঁহা অপেক্ষা অধিকতর আপন-জন লোকের আর কেহ নাই, যিনি প্রাকৃত-গুণহীন, কিন্তু যাঁহার অনন্তকোটি অপ্রাকৃত গুণ আছে, যিনি চিদানন্দঘন-বিগ্রহ, সেই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজে**—ব্রজধামে। **তাঁর**—শ্রীকৃষ্ণের। **ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে। **করিয়াছে বর্ণনে**—বর্ণন করিয়াছেন, লীলাগণকে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্যাস-শুকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল ব্রজলীলার কথা বর্ণন করিয়াছেন। **সেই**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারূপ।

তর্জ্জা—যথাশ্রুত অর্থে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অন্য অর্থবোধক বাক্যবিশেষকে তর্জ্জা বলে। ইহা অনেকটা হেয়ালির মতন। যোগিগণ প্রায়ই তর্জ্জা বলিয়া থাকেন। এইরূপ তর্জ্জার ছলে তাঁহারা লোককে উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন "একে তোর ভাঙ্গা তরী, তাতে আবার নাই কাণ্ডারী।" ইহা একটী তর্জ্জা-বাক্য। যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:—নৌকাখানা একেই ভাঙ্গা, তাতে আবার তাহাতে কাণ্ডারীও (নাবিক) নাই; সুতরাং এই নৌকা শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে।

গূঢ়ার্থ এই:—কাম-ক্রোধাদি রিপুর আঘাতে এই দেহরূপ তরী নানা স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; মন! তুমি এই ভাঙ্গা তরী লইয়াই সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছ; তাতে আবার তোমার নৌকার চালকও নাই, সুতরাং সংসার-সমুদ্রে তোমার নিমজ্জন অনিবার্য্য; অর্থাৎ হে মন! কাম-প্ররোচনায় সংসারে তুমি যথেচ্ছভাবে ভোগসুখে মত্ত হইয়া আছ; তোমার আর নিস্তার নাই। যদি শ্রীগুরুর বা অপর কোনও মহতের চরণ-আশ্রয় করিতে, তাঁহাকেই তোমার জীর্ণ তরীর কাণ্ডারীরূপে বরণ করিতে, তাহা হইলেই তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহারই উপদেশমত জীবনযাত্রা

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহাবাউল' নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নির্ব্বাহ করিলে তোমার উদ্ধারের উপায় থাকিত। **সেই তর্জ্জা**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবর্ণনাত্মক শ্লোকরূপ তর্জ্জা। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ**—যোগিগণ যেমন তর্জ্জা পড়িয়া থাকেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ তর্জ্জা পড়িয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির যে সকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত শ্লোকই মনোরূপ যোগীর তর্জ্জা। মর্ম্মার্থ এই যে, প্রভু সর্ব্বদাই ব্রজ-লীলা-বর্ণনাত্মক শ্লোকাদি উচ্চারণ করিয়া লীলার আস্বাদন করেন।

৪৪। যোগীদের যেমন শিষ্য থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীরও যে শিষ্য আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। ইন্দ্রিয়বর্গই মনোরূপ যোগীর শিষ্য। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গই তাঁহার মনের অধীন, তাঁহার মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করার নিমিত্ত তাঁহার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল; অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার দশটী ইন্দ্রিয়ই শ্রীকৃষ্ণরূপ-রসাদি আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া মনের প্রীতি বিধান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বিষয়েই প্রভুর কোনও ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হয় না। **দশেন্দ্রিয়**—দশটী ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি (হস্ত), পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; মোট এই দশটী ইন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয় মন, ইহাদের রাজা। দশেন্দ্রিয়-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে 'দেহেন্দ্রিয়' পাঠ আছে। দেহেন্দ্রিয়—দেহ ও ইন্দ্রিয়। **দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি**—দশটী ইন্দ্রিয়ই প্রভুর মনোরূপ যোগীর শিষ্য। দেহেন্দ্রিয়-পাঠে, প্রভুর দেহ এবং ইন্দ্রিয়ই তাঁহার মনোরূপ যোগীর শিষ্য—দেহ এবং ইন্দ্রিয় মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। **মহা বাউল**—মহা বাতুল, মহা উন্মত্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর চিত্তের মহা উন্মত্তের মতন অবস্থা; তাঁহার দশটী ইন্দ্রিয়ও উন্মত্ত মনের পরিচালনায় উন্মত্তবৎ আচরণই করিয়া থাকে। চক্ষু যে কোনও বস্তুতে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, সেই বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পায় না, দেখে কৃষ্ণ; কেহ কোনও কথা বলিলে কর্ণ সেই কথা শুনিতে পায় না, যেন কৃষ্ণকথা শুনিতেছে বলিয়াই মনে করে; কোনও জিনিসের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে, সেই জিনিসের গন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, মনে করে যেন ইহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ; ইত্যাদিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিজের যথাযথ কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ কাজ করিয়া থাকে; ইহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা যে মন, সেই মনই শ্রীকৃষ্ণবিরহে কেবল শ্রীকৃষ্ণের ভাবেই বিভোর।

দশ-দশার একটি দশা উন্মাদ। এস্থলে "মহাবাউল" শব্দে প্রভুর উন্মাদ দশার কথাই বলা হইল।

করিল গমন—কোথায় গমন করিল, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে; বৃন্দাবনে।

যোগিগণ যেমন নিজেদের গৃহ এবং গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ গৃহ ও ধনসম্পত্তি আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বন-গমন করিয়াছেন, ইহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে।

মোর দেহ—আমার (প্রভুর) দেহ (শরীর)। **স্ব-সদন**—নিজ গৃহ। **সদন**—গৃহ, বাসস্থান। **মোর দেহ স্ব-সদন**—প্রভুর দেহই তাঁহার মনের নিজ গৃহ; যোগী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, প্রভুর মনও তদ্রূপ প্রভুর দেহকে ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহদৈহিক বিষয়ে প্রভুর আর মন (অনুসন্ধান) নাই।

নিজ দেহ সম্বন্ধে ব্রজগোপীদেরও কোনওরূপ অনুসন্ধান ছিল না। তবে তাঁহাদের দেহকে সুন্দররূপে সজ্জিত দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখী হইতেন বলিয়া তাঁহারা দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিতেন। তাঁহারা

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, 　　যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, 　　ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের দেহের যত্ন করিতেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাধন বলিয়া, নিজেদের দেহ বলিয়া নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণসেবার সুযোগ ছিল না বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে নিজেদের দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদিরও কোনও প্রয়োজন ছিল না; তাই তখন তাঁহারা দেহের প্রতি কোনওরূপ মনোযোগ দিতেন না। মাথুর-বিরহখিন্না ব্রজগোপীভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তদ্রূপ নিজ দেহের কোনও অনুসন্ধানই ছিল না।

বিষয়-ভোগ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী বিষয়; এই পাঁচটীর কোনও একটী বা সকলটী বিষয়ের দ্বারা যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনকেই বলে বিষয়-ভোগ। রূপের ভোগে চক্ষুর তৃপ্তি, রসের ভোগে জিহ্বার তৃপ্তি, গন্ধের ভোগে নাসিকার তৃপ্তি, স্পর্শের ভোগে ত্বকের তৃপ্তি, শব্দের ভোগে কর্ণের তৃপ্তি। ইহাদের সকলের বা যে কোনও একটী ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতেই মনের তৃপ্তি। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের মন এই সমস্ত বিষয় ভোগেই মত্ত হইয়া থাকে। অর্থের বিনিময়েও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুলাভের নিমিত্ত লোকের আগ্রহ দেখা যায়। যে স্থলে ভোগ্য বস্তুর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লোকের আগ্রহ দেখা যায়, সে স্থলে বুঝিতে হইবে, অর্থ-প্রাপ্তিতেই তাহার বেশী তৃপ্তি; সুতরাং সে স্থলে অর্থই তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু। যাহা হউক, বিষয়াসক্ত মনের নিকটে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদরণীয়।

মহাধন—বহুমূল্য ধন।

বিষয়-ভোগ মহাধন—মনের পক্ষে বিষয়-ভোগই (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুই) বহুমূল্য ধন-তুল্য। যোগী যেমন গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া যান, প্রভুর মনও তদ্রূপ সমস্ত বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রভুর আর মন (ইচ্ছা) নাই, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানও তাঁহার নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

সব ছাড়ি—স্ব-সদন (নিজ গৃহ) ও মহাধন ছাড়িয়া।

গেলা বৃন্দাবন—প্রভুর মনোরূপ যোগী বৃন্দাবনে গিয়াছেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া যোগী যেমন বনে যায়, দেহ ত্যাগ (দেহানুসন্ধান ত্যাগ) করিয়া প্রভুর মনও তদ্রূপ বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রভুর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেহের বিষয়ে, কি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে তাহার আর কোনও অনুসন্ধান নাই; ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

৪৫। যোগিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরে যেমন গৃহস্থের বৃক্ষ হইতে ফলমূলপত্রাদি ভিক্ষা করিয়া অথবা গৃহস্থের নিকট হইতে অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া, শিষ্যগণ সহ জীবিকানির্ব্বাহ করেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ করিয়া থাকেন, ইহাই চারি ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনের বৃক্ষাদি হইতে ফলমূলপত্র এবং বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপসুন্দরীদিগের ভুক্তাবশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি ভিক্ষা করিয়াই প্রভুর মনোরূপ যোগী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। এই কয় ত্রিপদীর স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য স্থানের ফলমূলপত্রাদিতে আর প্রভুর রুচি নাই; ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ব্যতীত অন্য রূপ-রস-গন্ধাদি আস্বাদনেও প্রভুর রুচি নাই; বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদির আস্বাদন ব্যতীত প্রভুর জীবনধারণই অসম্ভব।

বৃন্দাবনে—প্রভুর মনোরূপ যোগী স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া যে বনে গমন করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবন। **প্রজাগণ**—অধিবাসিগণ; বাসিন্দাগণ। **স্থাবর**—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে আসা-যাওয়া করিতে পারে না; বৃক্ষলতাদি। **জঙ্গম**—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি।

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তাসভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃক্ষ-লতা, গৃহস্থ-আশ্রমে—যে সমস্ত (স্থাবর) বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে আছেন। যোগীরা গৃহস্থ-আশ্রমেই, গৃহস্থের নিকটেই ভিক্ষা করেন; প্রভুর মনোরূপ যোগীও বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতাদির নিকট ফলমূল ভিক্ষা করেন বলিয়া বৃক্ষলতাদিকেও গৃহস্থাশ্রমস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৃক্ষ-লতাকে গৃহস্থ-আশ্রমস্থিত বলা অসঙ্গতও হয় না; গৃহস্থলোক, যে গৃহে জন্মে, সেই গৃহেই থাকে, গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যায় না; বরং স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গের বন্ধনে সেই গৃহে যেন বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়াই পড়ে। বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবও তদ্রূপ; তাহারা যে স্থানে জন্মে, সর্ব্বদা সেই স্থানেই থাকে; কোনও সময়েই অন্যত্র যায় না, যাইতে পারে না; শিকড়াদির সাহায্যে তাহাদের জন্ম-স্থানের সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে সহজে কেহ ঐস্থান হইতে নাড়িতেও পারে না। সুতরাং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবের অবস্থা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই গৃহস্থ-লোকেরই মত।

এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয় এইরূপ—"বৃন্দাবনে স্থাবরজঙ্গম যত প্রজাগণ আছে, (তাহাদের মধ্যে স্থাবর যে সমস্ত) বৃক্ষলতা গৃহস্থ-আশ্রমে আছে। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহের সহিত অন্বয়।

তার ঘরে—গৃহস্থাশ্রমস্থিত বৃক্ষলতার ঘরে। **ভিক্ষাটন**—ভিক্ষার নিমিত্ত গমন। **ফল-মূল-পত্রাশন**—ফল, মূল, পত্র, যাহা ঐ সকল গৃহস্থগণ দেয়, তাহাই ভক্ষণ করে। **অশন**—ভক্ষণ। **বৃত্তি**—জীবিকানির্ব্বাহার্থ আচরণ। **করে শিষ্যসনে**—প্রভুর মনোরূপ যোগী ইন্দ্রিয়বর্গরূপ শিষ্যগণের সহিত এই ভাবেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন।

এই ত্রিপদীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয়ের পরে) তার (গৃহস্থাশ্রমস্থিত সেই বৃক্ষলতাদির) ঘরে ভিক্ষাটন (ভিক্ষার নিমিত্ত গমন) পূর্ব্বক, ফল-মূল-পত্রাশন করে; (মনোরূপযোগী) শিষ্যগণের সহিত এই বৃত্তিই (জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ এইরূপ আচরণই) করিয়া থাকে।

স্থাবর ও জঙ্গম প্রজার মধ্যে এই ত্রিপদীতে স্থাবর প্রজার গৃহে ভিক্ষার কথা বলা হইল। পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে জঙ্গম প্রজার গৃহে ভিক্ষার কথা বলিবেন। বৃন্দাবনের গোপীগণই জঙ্গম প্রজা।

৪৬। **কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ-রূপ যে সকল গুণ। **রূপ**—অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় তমাল-শ্যামলরূপ। **রস**—অধররস, চর্ব্বিত তাম্বূলাদি। **গন্ধ**—গাত্রগন্ধ; মৃগমদ ও নীলোৎপলের মিলনে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের নিকটে তাহাও পরাজিত। **স্পর্শ**—শ্রীকৃষ্ণের গাত্রস্পর্শ; কর্পূর, চন্দন ও বেণামূলের যে শীতলতা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের শীতলতার নিকটে তাহাও পরাজিত। **শব্দ**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ও বংশীধ্বনির সুমধুর শব্দ; যাহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সমস্ত অপ্রাকৃত ধাম চঞ্চল হইয়া উঠে। **সে সুধা**—সেই অমৃত; শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিরূপ সুধা। **আস্বাদে গোপীগণ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ আস্বাদন (অনুভব) করেন। গোপীগণ চক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, কর্ণদ্বারা তাঁহার বংশীস্বরাদি, নাসিকা-দ্বারা তাঁহার অঙ্গগন্ধ, জিহ্বা দ্বারা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূলাদি অধরসুধা, এবং ত্বক্ দ্বারা তাঁহার গাত্রস্পর্শ আস্বাদন করিয়া থাকেন। গোপীগণ চক্ষু-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি আস্বাদন করেন।

রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকরগণ, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ, নন্দযশোদাদি বাৎসল্য ভাবের পরিকরগণ এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি মধুর ভাবের পরিকর গোপসুন্দরীগণ—ইঁহাদের সকলেই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি যথাসম্ভব আস্বাদন করিয়া থাকেন; তথাপি এই ত্রিপদীতে অন্য কাহারও কথা না বলিয়া কেবল মাত্র গোপীদিগের রসাস্বাদনের কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম; যাঁহার যে পরিমাণ প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেই

শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহাঁ রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সকল-ভাবের পরিকরগণের মধ্যে মধুর ভাবের পরিকর ব্রজসুন্দরীগণেরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে বিকশিত; তাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সম্ভাবনাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ বলিয়াই এই পয়ারে কেবল তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের গুণ মধুর-ভাবেও আছে বলিয়া মধুর ভাবের রসাস্বাদনের উল্লেখে সকল ভাবের রসাস্বাদনের উল্লেখই হইয়া যায়। অথবা, প্রভুর মন গোপীভাবে আবিষ্ট বলিয়াই কেবল গোপীদের কথা বলা হইয়াছে।

এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপদীর অন্বয়ের সঙ্গে) (আর জঙ্গম যে সমস্ত) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দরূপ গুণের সুধা আস্বাদন করে।

তাসভার—সে সমস্ত গোপীগণের।

গ্রাসশেষে—ভুক্তাবশেষ।

পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ শিষ্যে।

এই ত্রিপদীর শেষার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপদীর সঙ্গে) পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণ তাসভার (সেই গোপীদিগের) গ্রাসশেষে (ভুক্তাবশেষ) ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, (মনোরূপ যোগী) সেই ভিক্ষা দ্বারাই জীবন রক্ষা করে।

"বৃন্দাবনে প্রজাগণ" হইতে "সেই ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন" পর্য্যন্ত ৪৫-৪৬ ত্রিপদীর একসঙ্গে অন্বয় করিতে হইবে। এই কয় ত্রিপদীর অন্বয়মুখ অর্থ এইরূপ—বৃন্দাবনে স্থাবর ও জঙ্গম দুই রকম অধিবাসী আছে। স্থাবর অধিবাসী বৃক্ষলতা; এই বৃক্ষ-লতাদির নিকট হইতে ফলমূলপত্রাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শিষ্যগণসহ মনোরূপ যোগী জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আর জঙ্গম অধিবাসী গোপীগণ; গোপীগণ তাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন; মনোরূপ যোগীর যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্য আছে, তাহারা গোপীদিগের ভুক্তাবশেষ শ্রীকৃষ্ণ-রূপরসাদি ভিক্ষা করিয়া আনে; তাহা দ্বারাই তাহারা ও মনোরূপ যোগী জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বৃক্ষ-লতাদির নিকট হইতে ফলমূলপত্রাদি অশন (ভক্ষণ) মাত্র করা হয় বলা হইল (৪৫ ত্রিপদী); আর গোপীদের ভুক্তাবশেষ দ্বারা "রাখেন জীবন" বলা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, যদিও মনোরূপ যোগী ফলমূলপত্রাদি আহার করেন, তথাপি তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয় না; জীবন রক্ষা হয় একমাত্র গোপীদের ভুক্তাবশেষ দ্বারা; অর্থাৎ গোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণদ্বারা।

মহাপ্রভু এস্থলে "তা সভার গ্রাসশেষে" বাক্যে গোপীদিগের আনুগত্যময়ী সেবার কথাই বলিতেছেন; ইহাতে বুঝা যায়, এই কথাগুলি বলিবার সময়ে প্রভু মঞ্জরীভাবেই আবিষ্ট ছিলেন; কারণ, মঞ্জরীদিগের সেবাই আনুগত্যময়ী সেবা।

৪৭। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যোগীর বেশভূষা ও বাহ্যিক আচরণের কথাই বলা হইয়াছে; এক্ষণে যোগীর সাধনের কথা বলা হইতেছে। নির্জ্জন-কুটীরে যোগী যেমন শিষ্যগণসহ যোগাভ্যাসে রত থাকেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ করিয়া থাকেন; তাঁহার নির্জ্জন কুটীর হইতেছে—বৃন্দাবনস্থ শূন্য কুঞ্জ; আর তাঁহার যোগাভ্যাস হইতেছে—কৃষ্ণের ধ্যান।

কুঞ্জমণ্ডপ—কুঞ্জরূপ মণ্ডপ। **শূন্যকুঞ্জমণ্ডপকোণে**—শূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে। যে কুঞ্জমণ্ডপ এখন শূন্য (শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন বলিয়া), তাহার এককোণে। **যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে**—কৃষ্ণধ্যানই (তাহার) যোগাভ্যাস; কৃষ্ণধ্যানরূপ যোগাভ্যাস। যোগী যেমন নির্জ্জন কুটীরে (মণ্ডপে) যোগের অভ্যাস করেন, মনোরূপ

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয়॥ ৪৮
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥ ৪৯

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-
প্রকরণে (৬৪)—
চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অত্র প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগীও শূন্যকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। **তাহাঁ রহে**—সেই শূন্যকুঞ্জে বাস করে। **শিষ্যগণ**—ইন্দ্রিয়গণ। **কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **সাক্ষাৎ দেখিতে মন**—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনের জন্য ইচ্ছা, ধ্যানে দর্শনে তৃপ্তি নাই। **ধ্যানে রাত্রি** ইত্যাদি—সাক্ষাদ্দর্শনের ইচ্ছায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে। দশ দশার একটী জাগরণ; এস্থলে প্রভুর জাগরণ দশার কথা বলা হইল।

এই দুই ত্রিপদীর মর্ম্ম এই :—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন হইত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাওয়াতে সেই কুঞ্জ এখন শূন্য। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের লালসায় গোপী-ভাবাপন্ন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদাই ঐ শূন্য কুঞ্জমন্দিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—চক্ষু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখার নিমিত্ত, কর্ণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত, নাসিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার মধুর অঙ্গগন্ধপ্রাপ্তির নিমিত্ত, জিহ্বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার অধরসুধা পানের নিমিত্ত, ত্বক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার কোটিচন্দ্রশীতল অঙ্গস্পর্শলাভের নিমিত্ত, আর মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদনজনিত সমবেত সুখাস্বাদনের নিমিত্ত। সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যদিই বা কোনও শুভ-মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এই আশায়।

৪৮। **কৃষ্ণ-বিয়োগী**—কৃষ্ণবিচ্ছেদ-কাতর। **দুঃখে**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃখে। **হৈল যোগী**—যোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ত্যাগী। **সে বিয়োগে**—সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে; শ্রীকৃষ্ণের প্রবাস-স্থিতি-সময়ে। **দশ-দশা**—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা (অঙ্গের মলিনতা), প্রলাপ, ব্যাধি (দেহের সন্তাপাদি), উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মূর্চ্ছা)। এই দশটী দশা প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে (বিরহে) উদিত হয়। **শরীর আলয়**—শরীররূপ আলয় (গৃহ)। শরীরকে মনের গৃহ বলা হইয়াছে; মন দেহ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে, অর্থাৎ দেহ-দৈহিক বিষয়ে মনের আর অভিনিবেশ নাই।

এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীভাবান্বিত প্রভুরও দশ দশা হইয়াছিল; উপরে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ ও উন্মাদ এই সাতটী দশার কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু (মূর্চ্ছা) এই তিনটী দশাও যে প্রভুর হইয়াছিল, তাহাও এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়।

৪৯। "কৃষ্ণের বিয়োগে" হইতে গ্রন্থকারের উক্তি।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অত্র (ইহাতে—প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভে-শ্রীকৃষ্ণবিরহে) চিন্তা (ইহার পর অন্বয় সহজ)।

অনুবাদ। এই (মাথুর-প্রবাসজনিত শ্রীকৃষ্ণবিরহে) চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী দশা হইতে দেখা যায়। ৪

চিন্তা, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃতির লক্ষণ ২.৮.১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **প্রলাপ**—ব্যর্থ আলাপের

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে॥ ৫০
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ৫১
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥ ৫২
এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥ ৫৩
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলা দুয়ারে॥ ৫৪
সবরাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥ ৫৫
প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে॥ ৫৬
চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টি জ্বালিয়া॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম প্রলাপ। **জাগর**—জাগরণ, নিদ্রার অভাব। **তানব**—কৃশতা। **মলিনাঙ্গতা**—দেহের মলিনতা। **উদ্বেগ**—(২।২।৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই শ্লোকে বিহর-জনিত দশটী দশার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৫০। এই পয়ারও গ্রন্থকারের উক্তি। **এই দশ দশায়**—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দশটী দশায়।

৫১। **এত কহি**—"শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী" হইতে "শূন্য মোর শরীর আলয়" পর্য্যন্ত বলিয়া।

মৌন করিলা—চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্লোক—প্রভুর মনের ভাবের অনুকূল শ্লোক।

৫২। **কৃষ্ণ-লীলা গান**—প্রভুর মনের ভাবের অনুকূল গান। মাথুর-বিরহের গান।

৫৩। **কৈল নির্ব্বাহণ**—অতিবাহিত হইল।

ভিতর প্রকোষ্ঠে—ভিতরের কোঠায়; গম্ভীরা-নামক কোঠায়।

৫৪। **স্বরূপ-গোবিন্দ**—স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ।

শুইলা দুয়ারে—দ্বারদেশে শুইয়া রহিলেন, প্রভুর প্রহরী-রূপে। গম্ভীরা-কোঠা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে অল্প কতদূর আসিলেই ছাদে উঠিবার একটা সিঁড়ি পাওয়া যায়; উত্তর দিকে ফিরিয়া সিঁড়িতে উঠিতে হয়, উত্তর দিকে ফিরিবার সময় ডান দিকে একটা দরজা থাকে; এই দরজাটী ভিতর মহল ও বাহিরের মহলের মধ্যবর্ত্তী; গম্ভীরা ভিতর মহলে। স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ এই দরজার বাহিরেই শুইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পয়ারের "ভিতর প্রকোষ্ঠ" হইতে ইহা বুঝা যায়, আর প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে রঘুনাথদাস গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহাই বুঝা যায়। ২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। **প্রভুর শব্দ না পাইয়া**—কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তনের শব্দ না শুনিয়া। **কপাট কৈল দূর**—যে দ্বারের নিকটে তাঁহারা শুইয়াছিলেন, সেই দ্বারের কপাট খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। **তিন দ্বার** ইত্যাদি—২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বলেন, গম্ভীরা কোঠারই তিনটী দ্বার ছিল; প্রভু যখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন আপনা আপনিই দ্বার খুলিয়া গেল, প্রভু বাহির হইয়া গেলে আবার আপনা আপনিই দ্বার বন্ধ হইয়াছিল; প্রভুর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ঐশ্বর্য্যশক্তিই এইরূপ করিয়াছিল। প্রভু যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই অর্থ ধরিলে, গম্ভীরার একটী দ্বারের নিকটেই স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ শুইয়াছিলেন বলিয়াও মনে করা যায়।

৫৭। **প্রভু চাহি**—প্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া। **বুলে**—ফিরে, ভ্রমণ করে। **দীয়টি**—মশাল।

সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞিঃ।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞিঃ॥ ৫৮
দেখি স্বরূপগোসাঞিঃ আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা॥ ৫৯
প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥ ৬০

একেক হস্ত-পদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত॥ ৬১
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥ ৬২
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৮। **সিংহদ্বারের উত্তর দিশায়**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাহিরে। **ঠাঞিঃ**—স্থান।

৫৯। **আনন্দিত হৈলা**—প্রভুকে পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দ। **প্রভুর দশা**—পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে এই দশার বর্ণনা আছে। প্রভুর অদ্ভুত অবস্থা দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন।

৬০। **প্রভুর পড়ি আছে**—প্রভুর দেহ মাটীতে পড়িয়া আছে। **দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়**—প্রভুর দেহ পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে। **অচেতন** ইত্যাদি—দেহে চেতনা নাই, নাসায় শ্বাস নাই। মৃত্যু বা মূর্চ্ছা নামক দশা।

৬১। **একেক হস্তপদ** ইত্যাদি—কেবল যে দেহই পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছে, তাহা নহে; প্রভুর প্রত্যেক হাত এবং প্রত্যেক পদও তিনহাত পরিমাণ লম্বা হইয়া গিয়াছে।

অস্থিগ্রন্থি—দেহের যেস্থানে দুইটী অস্থি জোড়া লাগিয়াছে। যেমন হাতের কনুই, বাহুমূল, গ্রীবা, কটি, ইত্যাদি স্থান। **ভিন্ন**—আলুগা। **তা'ত**—তাহাতে, গ্রন্থিতে। **অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন** ইত্যাদি—দেহে কটি, গ্রীবা, কনুই প্রভৃতি স্থানে যে সকল অস্থিগ্রন্থি আছে, তৎসমস্তই শিথিল (আল্গা) হইয়া গিয়াছে; প্রত্যেক সন্ধিতে কেবল চর্ম্মদ্বারাই দুই খানা অস্থির যোগ রহিয়াছে, কিন্তু দুই খানা অস্থির মধ্যে অনেকটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

৬২। **একেক বিতস্তি**—এক এক বিঘত। **হস্ত পদ** ইত্যাদি—প্রভুর হাত, পা, গলা, কটি প্রভৃতি স্থানে যতটা অস্থিগ্রন্থি আছে, ততটা গ্রন্থির প্রত্যেকটীতেই অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই প্রভুর দেহ ও হস্তপদাদি অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল।

৬৩। **চর্ম্মমাত্র** ইত্যাদি—অস্থি-সন্ধির উপরে কেবল চর্ম্মই লম্বা হইয়া দুই খানা অস্থির সংযোগ রাখিয়াছে। প্রতি গ্রন্থির চর্ম্মই এক বিঘত লম্বা হইয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রভুর দেহ ও হস্ত-পদাদি এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘ হওয়ার হেতু কি? অস্থি-গ্রন্থি-সকল আল্গা হইয়া গেল কেন? প্রভু শ্রীমতী রাধিকার ভাবে আবিষ্ট; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার দেহ যে এরূপ অস্বাভাবিক দীর্ঘতা লাভ করিয়াছিল, কিম্বা শ্রীরাধার অস্থিগ্রন্থি সকল যে শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার কথা তো শুনা যায় না? (লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। ৩।১৪।৭৬)। তবে প্রভুর এইরূপ অবস্থা হইল কেন?

উত্তর:—কর্ত্তা অপেক্ষা করণের শক্তি অধিক বলিয়া, আধার অপেক্ষা আধেয় বড় বলিয়াই বোধহয় এইরূপ হইয়াছিল। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন রাখিবার শক্তি একমাত্র শ্রীরাধারই আছে, অপর কাহারও তাহা নাই; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও তাহা নাই; কারণ "শ্রীরাধাই পূর্ণশক্তি।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধাতেই তাঁহার পূর্ণশক্তি অভিব্যক্ত। তাই শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই শ্রীরাধার ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ভাবের ঝঞ্চা শ্রীরাধার দেহের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তাহা সহ্য করিবার শক্তি শ্রীরাধিকার ছিল, তাই অন্তরস্থিত ভাবের বেগে তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় নাই; শ্রীমন্মহাপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) সে শক্তি ছিল না বলিয়াই তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে, দেহ অস্বাভাবিকরূপে লম্বা হইয়া গিয়াছে। নীলকণ্ঠ মহাদেবই তীব্র হলাহল পান করিয়াও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। বাষ্পের শক্তিতে ট্রেইন চলে, ইঞ্জিনের যে লোহার বয়লারে বাষ্প থাকে, সেই বয়লারটীই ঐ বাষ্পের চাপ সহ্য করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ বাষ্প যদি একটী কমশক্তি-সম্পন্ন বয়লারে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে বাষ্পের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বয়লারটী নিশ্চয়ই ফাটিয়া যাইবে।

যে ভাবের আবেগে প্রভুর এই অবস্থা হইয়াছিল, সেই ভাবটী সম্বন্ধে "প্রভু কহে—স্মৃতি কিছু নাহিক আমার॥ সব দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান। ৩।১৪।৭২-৩॥" সুতরাং এই ভাবটি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-জনিত কোনও একটী অদ্ভুত ভাব বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা মদনাখ্য মহাভাব। মদনাখ্য-মহাভাব ব্যতীত অন্য ভাবগুলি প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল; শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভাবগুলির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয় বলিয়াই সেই সমস্ত ভাবের বিক্রমও গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু মাদনাখ্য-মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কেবল বিষয় মাত্র। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥ ১।৪।১১৪॥"

শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের স্বরূপতঃ বিষয় মাত্র। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি ঐ ভাবের আশ্রয় সাজিলেও আশ্রয়ের সমস্ত ধর্ম্ম স্বরূপতঃ বোধ হয় তাঁহাতে ছিলনা বলিয়াই তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের বিক্রম সহ্য করিতে পারেন নাই। মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তিরূপা শ্রীরাধাই মাদনাখ্য ভাবের নিরাপদ আধার; গৌর-সুন্দর হ্লাদিনী-শক্তি বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণমাত্র। শ্রীরাধা বিশুদ্ধ স্বর্ণপাত্র, আর গৌর সুন্দর গিল্টি করা (স্বর্ণাবৃত) তাম্রপাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাব যেন যবক্ষার-দ্রাবক (নাইট্রিক এসিড্) তুল্য। বিশুদ্ধ স্বর্ণপাত্রই যবক্ষার-দ্রাবকের বিক্রম অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু গিল্টি করা তাম্রপাত্র যবক্ষার-দ্রাবকের নিরাপদ আধার নহে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাভাবের—বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাব সম্বরণ করার ক্ষমতা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাই, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল; একমাত্র শ্রীরাধাই তাহা সম্বরণ করিতে পারেন, ইহাও না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তো কেবল ব্রজেন্দ্র-নন্দন নহেন; তিনি তো শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ, রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ। শ্রীরাধা তো স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াই আছেন। শ্রীরাধা জানেন—মাদনাখ্য-মহাভাবের কি অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। পাছে এই প্রভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভের নবনীত কোমল অঙ্গে এবং কুসুম-কোমল চিত্তে কোনও যাতনা উপস্থিত হয়, ইহা ভাবিয়াই হয়তো কৃষ্ণগত-প্রাণা ভানুনন্দিনী তাঁহার প্রাণবল্লভের রক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বহিরাবরণরূপে, শ্রীশ্রীগৌরের রক্ষাকবচ-রূপে অবস্থিতা শ্রীশ্রীরাধা কেন মাদনের উৎকট প্রভাব হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না? তিনি কেন তাঁহার প্রাণবল্লভের অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইতে দিলেন? কেবল ইহাই নহে; শ্রীরাধা নিজেও শিথিলতা অঙ্গীকার করিয়াছেন; অস্থি-গ্রন্থির বহিরাবরণ শিথিল না হইলে অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইতে পারেনা। মাদনের প্রভাব সম্যক্‌রূপে সম্বরণ করার সামর্থ্য শ্রীরাধার থাকাসত্ত্বেও তিনি নিজেই কেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে উচ্ছ্বসিত মাদনের প্রভাবে নিজেই শিথিল হইয়া পড়িলেন?

ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ। শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলা হয়—"কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥" শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণ করিয়া তাঁহার প্রীতি-বিধানই শ্রীরাধার একমাত্র কাম্যবস্তু; তাঁহার অন্য কোনও কামনা নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রক্ষাকবচরূপে অবস্থিতা থাকিয়াও তাঁহার প্রাণবল্লভের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাসনা-পূর্ত্তির জন্যই শ্রীরাধা এস্থলে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা জানিবার বাসনা—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা।" শ্রীরাধার প্রেম মাদনের প্রভাব যে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও সম্বরণ করিতে পারেন না, এই প্রেমের প্রবল বন্যা যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে থাকে, তখন তাহার গতির দুর্দ্দমনীয় বেগ যে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অস্থি-গ্রন্থি-সমূহকেও আল্‌গা করিয়া দিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকে তাহা অনুভব করাইবার জন্যই রক্ষাকবচরূপা শ্রীরাধার এই ভঙ্গী। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীরাধা এস্থলে তাঁহার প্রাণবল্লভকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন নাই। কেবল ইহাই নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধা ইহাও দেখাইলেন যে—মাদনের উৎকট প্রভাব হইতে নিজেকে রক্ষা করার প্রবল প্রয়াস না থাকিলে মাদন শ্রীরাধার নিজের অঙ্গকেও শিথিল করিয়া দিতে পারে—এমনি প্রভাব মাদনের। এইরূপ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের একটী বাসনা —শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা জানিবার বাসনাটী—অপূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং এই বাসনাটীর পূর্ত্তিরূপ আরাধনাও শ্রীরাধার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত।

অথবা, ইহাও হইতে পারে যে—প্রভুর অস্থিগ্রন্থির শিথিলতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মাদনের প্রভাব যখন অত্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন তাহা সম্বরণ করার সামর্থ্য স্বয়ং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধারও থাকেনা; তখন মাদনের এই উদ্দাম প্রভাব শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থিকেও শিথিল করিয়া দিতে পারে; তাঁহাতে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহারও থাকেনা।

কেহ যদি বলেন—ব্রজলীলায় কি শ্রীরাধার মাদন কখনও উদ্দাম হয় নাই? ব্রজে তো শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থি শিথিল হওয়ার কথা শুনা যায় না। উত্তরে বলা যায়—ব্রজলীলাতেও শ্রীরাধার মাদন উদ্দাম হয়; কিন্তু বোধহয় এমন উদ্দাম হয় না, যাহাতে শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিতে পারে। গৌরলীলাতেই এই অদ্ভুত উদ্দামতা। তাহার কারণও আছে। মিলনেই মাদনের আবির্ভাব; এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উদ্দামতাও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন যতই নিবিড় হউক না কেন, তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু নবদ্বীপ-লীলাতে তাঁহাদের মিলন এতই নিবিড়তম যে, তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া থাকেন। "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ।" এস্থলে মিলন যেমন নিবিড়তম, মাদনের উদ্দামতাও তেমনি সর্ব্বাতিশায়িনী এবং মাদনের প্রভাবও তেমনি দুর্দ্দমনীয়; অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীরাধার পক্ষেও দুর্দ্দমনীয়। ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ লীলাতে যেমন মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—এত বিকাশ যে, যিনি ব্রজের মদনমোহন রূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দ-উন্মাদনা সম্বরণ করিতে অভ্যস্ত, সেই বিশাখাস্বরূপ রায় রামানন্দও "রসরাজ মাহাভাব দুইয়ে এক রূপের" অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ-উন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া আনন্দাধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তদ্রূপ ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলাতে মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবও সর্ব্বাতিশায়ীরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—এই অভিব্যক্তি এত অধিক যে—ব্রজে যিনি মাদনের সর্ব্ববিধ প্রভাব সম্বরণ করিয়া থাকেন, সেই মাদনঘন-বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীরাধাও "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপের" অঙ্গীভূতা থাকিয়া সেই প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থা। মাদনের প্রভাবের এই জাতীয় দুর্দ্দমনীয়তার অভিব্যক্তিতেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার চরমতম পরাকাষ্ঠা। ইহা প্রকটিত করাতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা জানিবার বাসনার পরিপূরণ।

অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ-লীলার রহস্যও এইরূপই।

সমুদ্রে যখন বন্যা উত্থিত হয়, তখন তাহা তীর ভাসাইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতে থাকে; পথে যাহা কিছু পড়ে, তাহাকেই ভাসাইয়া বাহিরের দিকে নিয়া যায়, বা নিয়া যাইতে চায়; বন্যার গতিবেগে বৃক্ষাদিও উৎপাটিত হইয়া ভাসিয়া যায়, অথবা বন্যার গতির দিকে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত অধীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া পড়িয়াছিলেন (কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ ইত্যাদি পরবর্ত্তী উদ্ধৃত শ্লোক—৩।১৪।৫-শ্লোক—দ্রষ্টব্য), তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে উন্মাদিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছিলেন; তাঁহার দেহ অপেক্ষা অন্তরস্থিত ভাবের গতিই ছিল অধিক; সেই ভাব যেন প্রবল বন্যার আকার ধারণ করিরা প্রবল বেগে বাহিরের দিকে—শ্রীকৃষ্ণের দিকে—ছুটিতেছিল; স্বীয় প্রবাহের বেগে প্রভুর দেহকেও টানিয়া লইতেছিল, কিন্তু সমুদ্রের বন্যার গতিমুখে বৃক্ষাদির ন্যায় প্রভুর প্রেমবন্যার গতিমুখে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও যেন বাধার সৃষ্টি করিল; বন্যার বেগে কোনও কোনও বিশাল বৃক্ষ যেমন ভাসিয়া না গিয়া বন্যার গতির দিকে লম্বা হইয়া শিথিল ভাবে পড়িয়া থাকে, প্রভুর প্রবল প্রেমবন্যার গতিমুখেও প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেন তদ্রূপ শিথিলতা ধারণ করিল, অস্থি-গ্রন্থিগুলি ফাঁক হইয়া গেল—বন্যার বেগে বৃক্ষের মূল-শিকড়াদি যেমন মৃত্তিকা হইতে আল্‌গা হইয়া পড়ে, তদ্রূপ।

সমুদ্রের বন্যা আবার যখন সমুদ্রের দিকে ফিরিতে থাকে, তখনও পূর্ব্ববৎ গতিপথের সমস্ত বস্তুকেই ভাসাইয়া সমুদ্রের দিকে—বন্যার উৎপত্তির স্থানের দিকে—লইয়া যায়। প্রভুর উৎকট প্রেমবন্যারও কখনও কখনও এইরূপ অবস্থা হইত। অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ-লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ভাবাবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাহত মিলনের আকাজ্ঞায় বৃন্দাবনে গিয়াছেন; গিয়া দেখিলেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোষ্ঠে বেণু বাজাইতেছেন (৩।১৭।২২); বেণুনাদ শুনিয়া শ্রীরাধা আসিয়া গোষ্ঠে উপনীত হইলেন; শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন (৩।১৭।২৩)। ভাবাবেশে প্রভুও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহাদের ভূষণ-ধ্বনিতে মুগ্ধ হইলেন (৩।১৭।২৪)। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-পরিহাসের শব্দ শুনিয়া প্রভুর কর্ণদ্বয় উল্লসিত হইল (৩।১৭।২৫)। এই ভূষণ-ধ্বনি এবং হাস্য-পরিহাসের শব্দ শুনিয়া প্রভু বোধ হয় স্বীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরেই শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন; তাই তখন তাঁহার প্রেমবন্যা—উৎকট-বিরহজনিত পরমার্ত্তিবশতঃ (অন্তস্তৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ) হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায়—প্রবলবেগে হৃদয়ের দিকেই ছুটিতেছিল এবং স্বীয় গতিপথে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকেও যেন ভিতরের দিকে টানিয়া নিতেছিল। তাহাতেই প্রভুর দেহ কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিল।

তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে মনে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তিনিই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। প্রেম হইল স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি; সুতরাং প্রেমের নিয়ন্তাও তিনি। তিনি প্রেমেরও নিয়ন্তা বলিয়া প্রেম তাঁহার উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; সুতরাং প্রেমের প্রভাবে তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হওয়া, কিম্বা হস্তপদাদি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কূর্ম্মাকৃতি করিয়া দেওয়াও সম্ভব নয়। ইহা হইল ঐশ্বর্য্যের কথা। কিন্তু রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য হইতেছে মাধুর্য্যের, তাঁহার রসিক-শেখরত্বের। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশে ঐশ্বর্য্য হইয়া পড়ে মাধুর্য্যের অনুগত; তখন মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে, নতুবা তাঁহার পক্ষে মাধুর্য্যের আস্বাদনই সম্ভব হয় না, তাঁহার রসিক শেখরত্বেরও সার্থকতা থাকে না। তাঁহার রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধানার্থই ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যের আনুগত্য করিয়া থাকে, প্রেম গরীয়ান্ হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও বলিয়া থাকেন—ভক্তিরেব ভূয়সী। ভক্তি বা প্রেমভক্তি ভূয়সী—মহামহিমময়ী বলিয়াই "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" প্রেমই গরীয়ান্, ঐশ্বর্য্য গরীয়ান্ নহে। তাই রসাস্বাদন-লীলায় প্রেমই সর্ব্বেসর্ব্বা, ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগত, অনুগত হইয়া মাধুর্য্যের ও প্রেমের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। রসাস্বাদন-লীলায় ঐশ্বর্য্য কখনও মাধুর্য্য ও প্রেমকে দমিত করিতে পারে না। পারিলে রসাস্বাদনই সম্ভব হইত না, শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বও সার্থকতা লাভ করিতে পারিত না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি মাদনাখ্য প্রেমের প্রভাবকে খর্ব্ব করিতে পারে না; অঙ্গের শিথিলতা হইতে কিম্বা কূর্ম্মাকৃতি-করণ হইতে ঐশ্বর্য্যশক্তি গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে পারে না। এই উভয় লীলাই প্রভুর রসাস্বাদনাত্মিকা লীলা। এই লীলাতে

মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৪
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে 'কৃষ্ণনাম' কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৫
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৬৬
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ৬৭
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৮

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৪)—
ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ
লুণ্ঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্বচিৎ কুত্রচিৎ মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রালয়ে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরুবিরহাৎ অত্যন্তবিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাৎ তথা কাক্বা কাতর্য্যেণ গদ্গদং বচো যথা স্যাত্তথাভূতঃ সন্ ভূমৌ লুণ্ঠন্ শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্ভুজপদোঃ অধিক-দৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ যো বভূব স গৌরাঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐশ্বর্য্য স্বীয় স্বরূপগত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রসাস্বাদনাত্মিকা লীলাতে ঐশ্বর্য্যের নিয়ন্তৃত্ব নাই; প্রেমই একমাত্র নিয়ন্তা—ঐশ্বর্য্যেরও নিয়ন্তা, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও নিয়ন্তা, প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধারও নিয়ন্তা, অন্যান্য পরিকরবর্গেরও নিয়ন্তা।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরও বটেন, মহামহেশ্বরও বটেন, আবার রসস্বরূপও—রসিকেন্দ্র-শিরোমণিও বটেন। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরত্বের বিকাশ অপেক্ষা রসস্বরূপত্বের বিকাশেই তাঁহার মহিমার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেই তিনি পরম-মহীয়ান্। তাঁহার এই রসিক-স্বরূপত্বের বিকাশের জন্য যখন যাহা কিছু করা দরকার, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তির বিলাস প্রেম, তাহাই তখন করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভূমা—সর্ব্ববৃহত্তম—বস্তু বটেন; কিন্তু তিনি রসিকশেখর বলিয়া তাঁহারই স্বীয় স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ভক্তি বা প্রেম মহিমায় তাঁহা অপেক্ষাও ভূমা—ভক্তিরেব ভূয়সী। তাই ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। তাঁহার ভক্তিবশ্যতা ব্যতীত রসাস্বাদনই সম্ভব নয়। ভূয়সী হইয়াই ভক্তি তাঁহার রসাস্বাদন-লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর এই লীলায় শ্রীরাধার প্রেমের শক্তির মাহাত্ম্যই প্রকটিত হইতেছে; শ্রীরাধার তুলনা শ্রীরাধাই, অপর কেহ নাই। শ্রীরাধার প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য জগৎকে দেখাইবার নিমিত্তই রাধা-প্রেমে-ঋণী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌর-সুন্দরের এই অদ্ভুত লীলা।

৬৪। **মুখে লালা-ফেন—**মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব হইয়া ফেনের আকার ধারণ করিয়াছে। **উত্তান নয়ান—**ঊর্দ্ধনেত্র; শিব-নেত্র। চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়া যাওয়া। **দেহে ছাড়ে প্রাণ—**প্রাণ যেন দেহকে ছাড়িয়া যায়।

৬৫। প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহারা প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন।

৬৬। কৃষ্ণ-নাম হৃদয়ে প্রবেশ করায় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল।

৬৭। যে ভাবের বিক্রমে অস্থি-গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, বাহ্য জ্ঞান হওয়াতে সেই ভাব ছুটিয়া গেল, সুতরাং দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

৬৮। **গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষ—**রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত একখানা গ্রন্থের নাম।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রের গৃহে) ব্রজপতিসুতস্য (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) উরুবিরহাৎ (উৎকট বিরহে) শ্লথ-শ্রীসন্ধিত্বাৎ (অঙ্গসমূহের শোভা ও সন্ধি শ্লথ হওয়াতে) ভুজপদোঃ (বাহু ও পদের) অধিকদৈর্ঘ্যং (অধিকতর দৈর্ঘ্য) দধৎ (ধারণকারী) ভূমৌ (ভূমিতে) লুণ্ঠন্ (লুণ্ঠনকারী)

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
"কাহাঁ কর কি" এই স্বরূপে পুছিল ॥ ৬৯
স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু! চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥ ৭০
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥ ৭১
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥ ৭২
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিকলবিকলং (অত্যন্ত কাতরভাবে) কাক্বাগদ্গদ-বচা (গদগদকাকুবাক্যে) রুদন্ (রোদনকারী) শ্রীগৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত করিতেছেন)।

অনুবাদ। কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি সকল শ্লথ (শিথিল) হওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ (স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা) অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্গদকাকু বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন। ৫

পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহে যে লীলাটী বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী তাহা স্বয়ং অবগত ছিলেন; এবং তাহাই তিনি এই শ্লোকে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। উক্তলীলার কথা স্মরণ করিয়া এবং উক্ত লীলায় মহাভাবের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া এবং সর্ব্বোপরি উক্তভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর হৃদয় যে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই তিনি এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার আনন্দের হেতু এই। শ্রীল রঘুনাথদাস ছিলেন ব্রজের রসমঞ্জরী; শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর আনন্দেই তাঁহার আনন্দ। আর মাদনাখ্য-মহাভাব হইল নিত্যসম্ভোগানন্দময় ভাব—সুতরাং আনন্দবৈচিত্রীর চরম পরাকাষ্ঠার উৎস। শ্রীরাধার মধ্যে যখন এই ভাব অভিব্যক্ত হয়, তখন শ্রীরাধার আনন্দাতিশয্য দর্শনে মঞ্জরীদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মাদনাখ্য মহাভাবের আবেশেই রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের উল্লিখিত লীলা-প্রকটন; সুতরাং উক্ত লীলার স্মরণে রসমঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট দাসগোস্বামীর আনন্দ-সমুদ্র যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কিছু নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পয়ার সমূহে উল্লিখিত লীলা যে সত্য, তাহার প্রমাণরূপেই এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬৯। **সিংহদ্বারে দেখি**—বাহ্য-জ্ঞান লাভের পরে। **বিস্ময় হইল**—প্রভু যে সিংহদ্বারে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না; এক্ষণে নিজেকে সিংহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—কিরূপে, কিজন্য এত রাত্রিতে তিনি এখানে আসিলেন, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়।

সিংহদ্বার দেখিতেছেন বটে, কিন্তু এখানে আসার কোনও কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, ইহা যে সিংহদ্বার, সেই সম্বন্ধেই বোধহয় প্রভুর সন্দেহ জন্মিল; তাই স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁহা কর কি?"

কাঁহা কর কি—আমরা এখন কোথায় (কাঁহা)? তোমরা এখানে কি কর (কর কি, কি করিতেছ)?

৭১। **তাঁহার অবস্থা**—প্রভুর অবস্থা; দেহের বিকৃতি-আদি।

৭২। **কিছু স্মৃতি** ইত্যাদি—স্বরূপ-দামোদরের নিকটে প্রভু নিজের অবস্থার কথা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে, কি করিয়াছি, আমার কিছুই মনে নাই।"

৭৩। প্রভু বলিলেন—"এই মাত্র মনে আছে যে, দেখিলাম যেন শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত; বিদ্যুৎ চমকিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ সময় মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন, তার পরই আবার অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।"

হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৪
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৭৫
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি ॥ ৭৬
শাস্ত্রলোকাতীত যেই-যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৭৭
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৭৮
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিল আচম্বিতে ॥ ৭৯
গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥ ৮০

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৪। **পাণি শঙ্খ বাজিলা**—নিশান্তে জগন্নাথদেবকে জাগাইয়া আচমনান্তে যে শঙ্খ বাজান হয় তাহা বাজিল।

৭৬। **লোকে নাহি** ইত্যাদি—প্রভু যে অদ্ভুত ভাব-বিকার (দেহের অসাধারণ দীর্ঘতা) প্রকট করিলেন, তাহা লোকের মধ্যেও দেখা যায় না, কোনও শাস্ত্রেও তাহার কথা শুনা যায় না। **ন্যাসি-শিরোমণি**—সন্ন্যাসিগণের শিরোমণিতুল্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু।

৭৭। **শাস্ত্রলোকাতীত**—যাহা লোকের মধ্যে দেখা যায় না, যাহার কথা শাস্ত্রেও শুনা যায় না। **ইতর লোকের**—অন্য লোকের; প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণ ব্যতীত অন্য লোকের। অথবা, ভক্তিহীন ব্যক্তির। **না হয় নিশ্চয়**—বিশ্বাস হয় না।

প্রভু যে লীলা প্রকট করিলেন, তাহা কেহ কখনও লোকের মধ্যে দেখে নাই, শাস্ত্রেও তাহার কথা শুনা যায় না; সুতরাং যাঁহারা প্রভুর নিকটে থাকিয়া স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছেন, অথবা গৌরে যাঁহাদের গাঢ় প্রীতি, তাঁহারা ব্যতীত অপর লোকে হয়ত ইহা বিশ্বাসই করিবে না।

৭৮। রঘুনাথদাস নীলাচলে সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে ছিলেন; তিনি স্বচক্ষে এই লীলা দর্শন করিয়াছেন; আমিও (গ্রন্থকারও) তাঁহার মুখে শুনিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি এবং তাঁহার কথানুসারেই এই লীলার কথা এস্থলে লিখিয়াছি। (পূর্ব্ববর্ত্তী ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ইত্যাদি শ্লোকও রঘুনাথের উক্তি)।

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, প্রভুর দেহের অস্বাভাবিক দীর্ঘতার কথা এস্থলে যাহা লিখিত হইল, ইহা লোকাতীত এবং শাস্ত্রাতীত হইলেও মিথ্যা নহে; ইহা রঘুনাথদাস-গোস্বামীর মত একজন পরমভাগবত গৌর-পার্ষদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা। দাসগোস্বামী মিথ্যাকথা বলিবার লোক নহেন।

৭৯। **চটক পর্ব্বত**—শ্রীনীলাচলস্থিত একটী পর্ব্বতের নাম। ইহার বর্ত্তমান নাম বোধ হয় চিরাই বা সিরাই; এই চিরাইতে এখনও বালুকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। **দেখিল আচম্বিতে**—হঠাৎ চটক পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

৮০। **গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞানে**—চটক-পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বলিয়া মনে করিয়া। **শৈল**—পর্ব্বত। **পর্ব্বতদিশাতে**—চটক পর্ব্বতের দিকে। চটক-পর্ব্বতকে প্রভুর গোবর্দ্ধন বলিয়া মনে হইল; আর প্রভু অমনি প্রেমাবেশে পর্ব্বতের দিকে ধাবমান হইলেন। ইহা উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের একটা দৃষ্টান্ত।

শ্লো। ৬। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ২।১৮।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮১
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮২
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই-নন্দাই নীলাই পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৩
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৮৪
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাই শক্তি ॥ ৮৫
প্রতিরোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥ ৮৬
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোবর্দ্ধনের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে মুগ্ধচিত্তা কোনও গোপী তাঁহার সখীকে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রভু চটক-পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন।

৮১। **এই শ্লোক**—পূর্ব্ববর্ত্তী "হন্তায়মদ্রিরবলা" ইত্যাদি শ্লোক; ইহা গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের মহিমাব্যঞ্জক শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক। চটক-পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু ধাবিত হইলেন। **বায়ুবেগে**—বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে; অতিদ্রুত। **গোবিন্দ ধাইল পাছে**—প্রভুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। **নাহি পায় লাগে**—কিন্তু দৌড়াইয়া প্রভুকে ধরিতে পারিল না।

৮২। **ফুকার পড়িল**—চীৎকার শব্দ হইল; গোবিন্দ স্বয়ং এবং যাঁহারা যাঁহারা প্রভুকে দৌড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চস্বরে প্রভুর ধাবনের কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। **যেই যাঁহা ছিল ইত্যাদি**—যিনি যে স্থানে ছিলেন, কোলাহল শুনিয়া তিনিই সেই স্থান হইতে উঠিয়া প্রভুর দিকে ধাবিত হইলেন।

৮৩। কোলাহল শুনিয়া যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম "স্বরূপ-জগদানন্দ" ইত্যাদি দুই পয়ারে বলা হইয়াছে;

৮৪। **খঞ্জ**—খোঁড়া; ভগবান-আচার্য্য খোঁড়া ছিলেন; তাই তিনি আস্তে আস্তে চলিলেন।

৮৫। প্রেমাবেশে প্রভু প্রথমে খুব দ্রুতবেগে ছুটিয়াছিলেন; কতদুর যাওয়ার পরে স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়ায় প্রভুর দেহে জাড্য আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর প্রভু চলিতে পারিলেন না।

দিব্যোন্মাদে সাত্ত্বিকভাবসকল সুদ্দীপ্ত (সুন্দর রূপে উদ্দীপ্ত) হইয়া উঠে; প্রভুর দেহেও তদ্রূপ হইয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছেন। এই পয়ারে সুদ্দীপ্ত স্তম্ভের কথা এবং পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে অন্যান্য সাত্ত্বিকের সুদ্দীপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। স্তম্ভ সুদ্দীপ্ত হওয়াতেই প্রভু চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন।

৮৬। এই পয়ারে পুলক-নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ততা দেখান হইতেছে।

পুলকোদ্গমে প্রত্যেক রোমকূপের মাংস ফুলিয়া ব্রণের (ফোঁড়ার) মত হইয়াছে; তাহার উপরে রোমোদ্গম হওয়ায় ব্রণটীকে কদম্বের মত দেখাইতেছে, রোমগুলিকে কদম্ব-কেশরের মত দেখাইতেছে। **তার উপরে**—ব্রণের উপরে। **রোমোদ্গম**—রোমের শিহরণ; রোম খাড়া হইয়া থাকা। **কদম্ব প্রকার**—কদম্বফুলের মত।

৮৭। **প্রতি রোমে**—প্রতি রোমকূপে। **প্রস্বেদ**—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম। **রুধিরের ধার**—রক্তের ধারা। **প্রতিরোমে ইত্যাদি**—প্রতি রোমকূপ হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত বেগে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে যে, ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িতেছে। এই পয়ারার্দ্ধে স্বেদের (ঘর্ম্মের) সুদ্দীপ্ততার কথা বলা হইল। **কণ্ঠ ঘর্ঘর**—কণ্ঠ হইতে কেবল ঘর্ঘর শব্দ নির্গত হইতেছে। **নাহি বর্ণের উচ্চার**—কণ্ঠস্থলে কোনওরূপ অক্ষরের (বর্ণের) উচ্চারণ হইতেছে না।

দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৮৮
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ৮৯
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯০
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সেচন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ-সংবীজন ॥ ৯১
স্বরূপাদিগণ তাহাঁ আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁদিতে লাগিলা ॥ ৯২
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥ ৯৩
উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতলজলে করে প্রভুর অঙ্গ-সম্মার্জ্জনে ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাত্ত্বিকোদয়ে এত বেশী স্বরভঙ্গ হইয়াছে যে, কণ্ঠে একটী অক্ষরও উচ্চারিত হইতেছে না, কেবল ঘর্ঘর শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে। এস্থলে স্বর-ভঙ্গের সুদ্দীপ্ততা।

৮৮। এই পয়ারে অশ্রু-নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ততা দেখান হইতেছে।

দুই নেত্র ভরি ইত্যাদি—দুই চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু নির্গত হইতেছে। **সমুদ্রে মিলিল যেন** ইত্যাদি—দুইটী নয়নধারাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটী গঙ্গার ধারা, আর একটী যমুনার ধারা; তারা উভয়ে যেন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইল। নয়নধারা দুইটীর পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে পবিত্র গঙ্গা-যমুনার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

"সমুদ্রে মিলিল" উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই :—সমুদ্রের সহিত মিলিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীর বেগ অত্যন্ত প্রখর হয় এবং স্রোতও অত্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রভুর নয়ন হইতে যে দুইটি জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাও এত প্রবল এবং বিস্তৃত ছিল যে, তাহাদিগকে সমুদ্রের সহিত মিলনোন্মুখী নদীর সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

অথবা 'মিলিল' শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ :—নয়ন দুইটী হইতে দুইটি ধারা বহির্গত হইয়া প্রভুর দেহ ভাসাইয়া মাটীতে পড়িয়াছিল; মাটীর উপর দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছিল। তাই, ধারা দুইটীকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে তুলনা দিয়া বলা হইয়াছে, যেন গঙ্গা-যমুনাই সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইল।

৮৯। এই পয়ারে বৈবর্ণ্য ও কম্পের সুদ্দীপ্ততা দেখান হইতেছে। **বৈবর্ণ্য**—বিবর্ণতা। **শ্বেত**—সাদা, শুভ্র। **বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায়** ইত্যাদি—প্রভুর স্বর্ণ-গৌরকান্তি এরূপ বিবর্ণ হইয়া গেল যে, দেখিতে ঠিক যেন শঙ্খের মত সাদা বলিয়া মনে হইল। **তবে কম্প** ইত্যাদি—প্রভুর দেহে এমন ভাবে কম্প উপস্থিত হইল যে, মনে হইল যেন সমুদ্রের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তরঙ্গ উত্থিত হইলে সমস্ত সমুদ্র যেমন থর থর করিয়া অনবরত কাঁপিতে থাকে, প্রভুর দেহও তেমনি থর থর করিয়া অনবরত কাঁপিতে লাগিল।

৯০। **ভূমিতে পড়িলা**—মূর্চ্ছিত হইয়া। **তবে ত**—প্রভু ভূমিতে পড়িয়া যাওয়ার পরে, (গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর নিকটে পৌঁছিল।)

৯১। **করোয়া**—জলপাত্র। **অঙ্গ-সংবীজন**—দেহে বাতাস দেওয়া। জলপাত্র হইতে জল লইয়া গোবিন্দ প্রভুর সমস্ত শরীরে ছিটাইয়া দিলেন; আর বহির্ব্বাসের সাহায্যে প্রভুর দেহে বাতাস দিতে লাগিলেন। প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ এ সব করিলেন।

৯২। **স্বরূপাদিগণ**—স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ। **তাহাঁ**—প্রভু যেস্থানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানে।

৯৩। **আশ্চর্য্য-সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিকভাবের অদ্ভুত বিকাশ; সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। **হৈল চমৎকার**—এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক আর কখনও অন্যত্র দেখেন নাই বলিয়া বিস্মিত হইলেন।

৯৪। **প্রভুর শ্রবণে**—প্রভুর কাণের (শ্রবণের) নিকটে। প্রভুর কাণে উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ বলা

এইমত বহুবেরি করিতে করিতে।
'হরিবোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে॥ ৯৫
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি চৌদিগ্ ভরি॥ ৯৬
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায়॥ ৯৭
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল॥ ৯৮
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা, দেখিতে না পাইল॥ ৯৯
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ॥ ১০০
গোবর্দ্ধনে চঢ়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইল। আর শীতল জল দিয়া ভাল করিয়া প্রভুর শরীর মাজিয়া দেওয়া হইল। প্রভুর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার জন্য এ সব করা হইল।

৯৫। **বহুবেরি**—বহুবার; অনেকবার। "বহুবার" পাঠান্তরও আছে।

৯৭। **বিস্মিত**—এতক্ষণ আবেশে যাহা দেখিতেছিলেন, তাহা হঠাৎ দেখিতে না পাইয়া এবং যাহা দেখিতেছিলেন না, হঠাৎ তাহা দেখিতে পাইয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন। **ইতি-উতি**—এদিক ওদিক। **যে দেখিতে চাহে**—যাহা দেখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন।

৯৮। **বৈষ্ণব দেখিয়া**—নিকটে স্বরূপ-দামোদরাদি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া। **অর্দ্ধবাহ্য**—সম্পূর্ণ বাহ্য নহে, এরূপ অবস্থা। **পুছিতে**—জিজ্ঞাসা করিতে: যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা ব্যক্ত আছে।

৯৯। **গোবর্দ্ধন হৈতে** ইত্যাদি—প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি ত এতক্ষণ গোবর্দ্ধনেই ছিলাম; গোবর্দ্ধন হইতে হঠাৎ আমাকে এখানে কে আনিল?" তারপর যেন একটু আক্ষেপের সহিতই বলিলেন—"সৌভাগ্যক্রমে গোবর্দ্ধনে আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনের সাধ মিটাইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না।"

১০০। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—"এই স্থান হইতে আজি আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন কিনা, এবং করিলে আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন মিলে কিনা, ইহা দেখিবার নিমিত্তই গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম।"

চটকপর্ব্বত দেখিয়া প্রভুর যে গোবর্দ্ধন-ভ্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রম এখনও চলিতেছে; চটকপর্ব্বত দেখিয়া প্রভু যে দৌড়িয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গোবর্দ্ধনেই যাইতেছিলেন।

দেখোঁ যদি ইত্যাদি—যদি কৃষ্ণ গোধন-চারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিব, এই আশায়। **গোধন-চারণ**—গোচারণ।

১০১। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—"গোবর্দ্ধনের নিকটে যাইয়া দেখি যে, গোবর্দ্ধনে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন, আর গোবর্দ্ধনের চারিদিকে ধেনু সব বিচরণ করিতেছে।" প্রভু আবেশে ইহা দর্শন করিয়াছেন। ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতি-জনিত স্বপ্নমাত্র নহে; প্রভু বাস্তবিকই বেণু-বাদন-রত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, কোথায় বা শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন, আর কোথায় বা নীলাচল? নীলাচলে থাকিয়া প্রভু কিরূপে গোবর্দ্ধন-বিহারী কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন? ইহার উত্তর এই—শ্রীকৃষ্ণ ও গোবর্দ্ধনাদি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান, সমস্তই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।" সমস্ত স্থান ব্যাপিয়াই তিনি ও তাঁহার লীলাস্থল বিরাজিত; মাত্র লোকে তাহা দেখিতে পায়না; যখন তিনি কৃপা করিয়া দেখিবার শক্তি দেন, তখনই জীব তাহা দেখিতে পায়। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা করেন, তখন সেখানেই ভক্ত-বিশেষকে তাঁহার লীলা দর্শন করাইতে পারেন।

বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি॥ ১০২
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥ ১০৩
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥১০৪
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে?।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধাঠাকুরাণী আসিয়া গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলেন; সখি! শ্রীরাধার রূপ এবং ভাব বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।"

প্রভুর এখনও গোপী-ভাবের আবেশ ছুটে নাই। গোপীভাবে প্রভু স্বরূপ-দামোদরাদিকেও গোপী বলিয়াই মনে করিতেছেন; তাই কথা বলিবার সময় স্বরূপ-দামোদরকে "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই পয়ার হইতে যেন বুঝাইতেছে যে, প্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়েন নাই। অন্য গোপীর ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত প্রভুর এই অন্য গোপীভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীললিতমাধবে দেখা যায়, উদ্ঘূর্ণা-বশতঃ শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন; এস্থলেও তদ্রূপ। এ সম্বন্ধে পরে ১৭শ পরিচ্ছেদের "তাঁর পাছে পাছে পাছে আমি" ইত্যাদি ৩।১৭।২৪ পয়ারের ব্যাখ্যায় একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। ৩।১৪।১৬-১৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

তাঁর রূপ ভাব—শ্রীরাধার রূপ ও ভাব।

"তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "সব সখিগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি" পাঠও আছে। ইহার অর্থ—বেণুনাদ শুনিয়া, ললিতাদি সখীগণকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীরাধিকা সুসজ্জিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। **করিয়া সাজনি**—সজ্জিত হইয়া; বিভূষিত হইয়া।

১০৩। প্রভু আরও বলিলেন—'যখন শ্রীরাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের নিভৃত গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সখীগণ, আমাকে কিছু ফুল উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।"

এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে সেবাপরা মঞ্জরীভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। এই ভাবে প্রভু আবেশে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, এই কয় পয়ারে প্রভু তাহা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু এই মঞ্জরীভাবও রাধাভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ৩।১৪।১৬-১৭ এবং ৩।১৭।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"কহে মোকে" স্থলে "চাহে কেহ" পাঠান্তরও আছে; অর্থ—সখিগণের মধ্যে কেহ কেহ ফুল উঠাইতে চেষ্টা করিলেন।

ফুল উঠাইতে—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার নিমিত্ত। **কন্দরা**—পর্ব্বতের গহ্বর। **সখীগণ**—শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ।

১০৪। হেন কালে—যে সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং ফুল তুলিবার নিমিত্ত সখীগণ আমাকে আদেশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **তাঁহা হৈতে**—গোবর্দ্ধন হইতে। **ইহাঁ**—নীলাচলে এই স্থানে।

১০৫। প্রভু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "অনর্থক দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে? হায় হায়! পাইয়াও আমি কৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাইলাম না।" প্রভুর এখনও যে গোপীভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

দুঃখ—কৃষ্ণ-লীলা-দর্শনের অভাবে যে দুঃখ তাহা।

এতবলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১০৬
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১০৭
নিপট্ট-বাহ্য হৈল, প্রভু দুঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১০৮
প্রভু কহে—দোঁহে কেন আইলা এতদূরে।
পুরীগোসাঞি কহে—তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৯
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের আড়ে আইলা সব-বৈষ্ণব সনে ॥ ১১০
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেরে আইলা।
সভালঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১১
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাহো কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১২
চটকগিরি-গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৩

তথাহি, স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ (৮)—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈ র্গণৈঃ স্বরূপাদিভি রবধৃতো নিশ্চিতঃ কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুমিতঃ ক্ষেত্রাদয়ে গচ্ছাম্যস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্ যদ্বা অয়ে বান্ধব লোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্ ভবামীতি। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৬। **করেন ক্রন্দন**—শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখে প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন।

১০৭। **হেনকালে**—প্রভু যখন বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **পুরী ভারতী**—পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দভারতী। **হইল সম্ভ্রম**—সঙ্কোচ হইল।

১০৮। **নিপট্ট বাহ্য**—সম্পূর্ণ বহির্দ্দশা। আবেশ সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া গেল।

দুঁহাকে—পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে।

১০৯। **নৃত্য**—লীলা ; আচরণ।

১১০। **সমুদ্রের আড়ে**—সমুদ্রের তীরে স্নানের ঘাটে। "আড়ে" স্থলে "ঘাটে" পাঠও আছে।

১১৩। চটক পর্ব্বত সম্বন্ধীয় প্রভুর যে লীলা এস্থলে বর্ণিত হইল, তাহাও শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; তাঁহার নিকটে শুনিয়াই কবিরাজ গোস্বামী ইহা বর্ণন করিয়াছেন। রঘুনাথদাসগোস্বামীও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু নামক স্বীয় গ্রন্থে ইহা বর্ণন করিয়াছেন; **পরবর্ত্তী** শ্লোক তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। নীলাদ্রেঃ (নীলাচলের) সমীপে (নিকটে) চটকগিরিরাজস্য (চটক নামক পর্ব্বত-প্রধানের) কলনাৎ (দর্শনে) অয়ে (ওহে বান্ধবগণ) গোষ্ঠে (গোষ্ঠে—ব্রজে) গোবর্দ্ধনগিরিপতিং (গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে) লোকিতুং (দেখিতে) ইতঃ (এস্থান—শ্রীক্ষেত্র—হইতে) ব্রজন্ অস্মি (যাইতেছি) ইত্যুক্ত্বা (ইহা বলিয়া) প্রমদ ইব (প্রমত্তের ন্যায়) ধাবন্ (ধাবমান) স্বৈঃ গণৈঃ (এবং নিজগণকর্ত্তৃক) অবধৃতঃ (ধৃত) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত করিতেছেন)।

এবে যত কৈল প্রভুর অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥ ১১৪
সংক্ষেপে কহিয়া করি দিগ্ দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ১১৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটক-
গিরিগমনরূপদিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ॥ ১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। নীলাচলের নিকটে চটক নামক পর্ব্বতপ্রধানকে দেখিতে পাইয়া—“হে বান্ধবগণ! ব্রজে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি এস্থান (শ্রীক্ষেত্র) হইতে গমন করিতেছি”; এইরূপ বলিয়া যিনি প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন এবং (তদবস্থায় যিনি) নিজ-জনগণকর্ত্তৃক ধৃত (নিবারিত) হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন। ৭

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীলদাসগোস্বামী চটক-পর্ব্বত সম্বন্ধীয় লীলার কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।